শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার
৯ থেকে ২২ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 October, 2020 ■ আগরতলা, ১ অক্টোবর, ২০২০ ইং ■ ১৪ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাবরি মসজিদ ধ্বংস পূর্ব পরিকল্পিত নয়, বেকসুর খালাস সমস্ত অভিযুক্ত

- আবারও সত্যের জয় হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী
- রাজ্যে বিজেপি শিবিরে খুশির পরিবেশ
- বামফ্রন্ট বলেছে প্রহসনাত্মক

আদালতের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত
—যোশি

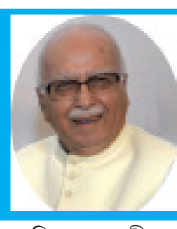

বিশ্বাস ও আস্থার জয় হল
—আদবানি

লখনউ/আগরতলা/ নয়াদিল্লী/ ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। প্রায় তিন দশক পর বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলার রায় ঘোষণা হল বুধবার। বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় অভিযুক্ত লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলি মনোহর জোশী, উমা ভারতী, কল্যাণ সিং-সহ ৩২ জনকেই বেকসুর খালাস করেছে লখনউয়ের (উত্তর প্রদেশ) বিশেষ সিবিআই আদালত। বুধবার দুপুরে রায় ঘোষণা করেছেন বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক সুরেন্দ্রকুমার যাদব। বিচারক স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংস পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল। প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলি মনোহর জোশী, উমা ভারতীর মতো নেতা-নেত্রীরা মসজিদ ভাঙার ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা ও উস্কানিতে লিপ্ত ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। বুধবার লখনউয়ের বিশেষ সিবিআই আদালত জানিয়ে দিয়েছে, বাবরি মসজিদ ধ্বংস পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। তাই প্রত্যেককেই বেকসুর খালাস ঘোষণা করা হয়েছে।

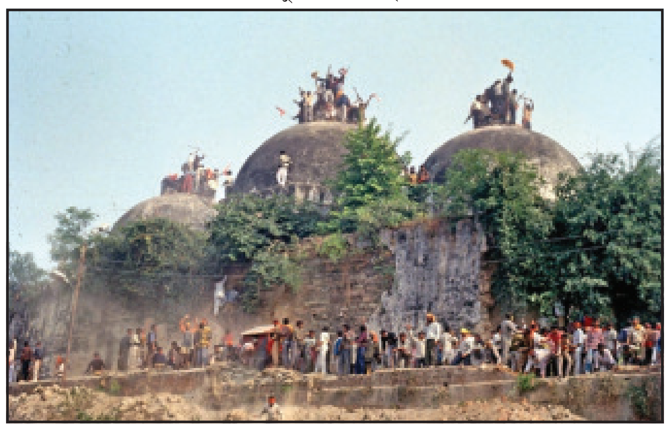

বাবরি মসজিদ ধ্বংস সংক্রান্ত মামলায় আদালতের রায়ে সত্যের আবারও জয় হয়েছে বলে দাবি করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বুধবার এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, সত্যমেব জয়তে! আজ সত্য আবারও বিজয়ী হয়েছে। তাঁর কথায়, মাননীয় আদালত বলেছে যে বাবরি কাঠামো ভেঙে দেওয়ার ঘটনা পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। তা হঠাৎ সংগঠিত হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা আবার প্রমাণ করেছে সত্য উদ্বিগ্ন হতে পারে, তবে পরাজিত হয় না। তিনি আদালতের রায়-কে স্বাগত জানিয়েছেন।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস সংক্রান্ত মামলায় আদালতের রায়ে বিজেপি শিবিরে খুশির হওয়া বইছে। কিন্তু, বামেরা এই রায়-কে প্রহসনাত্মক বলে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছে। দীর্ঘ ২৮ বছর প্রতীক্ষা শেষে লালকৃষ্ণ আদবানি সহ ৩২ জন অভিযুক্ত বেকসুর খালাস হয়েছেন।

আদালতের রায় সম্পর্কে বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, আজ সত্যের জয় হয়েছে। বিজেপি-র প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলিমনোহর জোশি, উমা ভারতী, কল্যাণ সিং-সহ ৩২ জন অভিযুক্ত নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে। তাতে আমরা অত্যন্ত খুশি। তিনি লালকৃষ্ণ আডবাণী সহ নির্দোষ প্রমাণিত ৩২ জনকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তবে বামেরা ওই রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটির আহ্বায়ক বিজন ধর উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংস সংক্রান্ত মামলায় সিবিআই বিশেষ আদালতের রায় প্রহসনাত্মক। সর্বোচ্চ আদালতেও তার ব্যতিক্রম দেখা যাবে না। তাঁর কথায়, এই রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। কারণ আগেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শর্ত মেনে ১৫ অক্টোবরের পর খোলা যেতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রেক্ষাগৃহ, জারি নতুন গাইডলাই

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর।। আগামী ১৫ অক্টোবরের পর থেকে খোলা যেতে পারে স্কুল-কলেজ। তবে এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। ওই দিন থেকেই সিনেমা হল এবং প্রেক্ষাগৃহগুলিতে শর্তসাপেক্ষে প্রদর্শনী শুরু করার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও আনলক ৫ পর্বের জন্য জারি করা নির্দেশিকায় আরও কিছু ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আজ নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। কন্টেনমেন্ট এলাকার বাইরে বিভিন্ন কাজকর্ম করার সুযোগ এই নির্দেশিকায় রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ১ অক্টোবর থেকে বিভিন্ন কাজকর্ম আবারও চালু করা যেতে পারে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, কেন্দ্রীয় নানা মন্ত্রক ও দপ্তরগুলির সঙ্গে পরামর্শ করার পর আজ নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

নতুন নির্দেশিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হল : কন্টেনমেন্ট এলাকার বাইরে ১৫ অক্টোবর থেকে যেসব কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়েছে : সিনেমা / থিয়েটার / মাল্টিপ্লেক্স খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে দর্শকদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি অনুযায়ী এগুলি চালাতে হবে। ব্যবসায়িক প্রদর্শনীগুলি খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রকের সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণের জন্য স্যুইমিং পুল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। বিনোদন পার্ক এবং এই জাতীয় অন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে উঠে যাচ্ছে নাইট কার্ফু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার থেকে রাত আটটার পর কার্ফু কার্যকর হবে না। নাইট কার্ফু প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার আনলক-৪ এর যে গাইডলাইন জারি করেছিল তার মেয়াদ ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আজ কেন্দ্রীয় সরকার আনলক-৫ এর গাইডলাইন জারি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সেই গাইডলাইন মেনেই রাজ্য সরকার তার কার্যধারা পরিচালনা করবে।

তবে ত্রিপুরাবাসীর কাছে সরকার আবেদন জানিয়েছে, মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো অবশ্যপালনীয় বিধিগুলি মেনে চলুন। সরকারের আরও আবেদন, এক জায়গায় অনেকে মিলে একসঙ্গে জড়ো হবেন না। তাতে সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি রয়েছে। করোনার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে সকলকে সতর্ক থেকেই লড়াই করতে হবে।

খাদ্যের জন্য রাজ্যে চলছে জঙ্গলের নিরীহ পশুপাখি নিধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ সেপ্টেম্বর।। কাঠবেড়ালি, পায়রা, শালিক পাখি এখন মানুষ খাবার হিসেবে ব্যবহার করছে। ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলায় বগাফা বন দফতরের অধীনে বেতাগায় বন-জঙ্গলে পশুপাখি শিকারে নেমেছে স্থানীয় কিছু যুবক। তারা প্রতিদিন বনের পশুপাখি মেরে খাবারের খোরাক মেটাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবে ওই সব পাখি এখন অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়েছে। অথচ বন দফতরের এ-বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই।

স্থানীয় সূত্রের খবর, প্রতিদিন বেতাগায় কিছু যুবক গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করছে। এমনই এক ঘটনায় বুধবার দুই জনজাতি যুবক একটি কাঠবেড়ালি, একটি পায়রা এবং একটি শালিক পাখি শিকার করেছে। তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হলেও কিছুই তারা জানাননি। তবে প্রতিদিন ওই জঙ্গলে তারা শিকার করে তা স্বীকার করেছে।

প্রকাশ্য দিবালোকে পশুপাখি শিকারের ঘটনায় স্থানীয় জনগণ ভীষণ উদ্বিগ্ন। কিন্তু ওই সকল যুবককে পশুপাখি শিকারে বাধা দেওয়ার সাহস কেউ দেখছেন না। পরিচিতি প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক এলাকাবাসী বলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই কয়েকজন জনজাতি যুবক দিনের বেলায় জঙ্গলের পশুপাখি শিকার করে চলেছে। নিরীহ পশুপাখি শিকার করে ব্যাগে ঢুকিয়ে চলে যায় তারা। তাদের আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

এ-বিষয়ে এক জনজাতি যুবক বলেন, মগ পাড়ায় তাদের বসবাস। খাবারের সন্ধানেই তারা পশুপাখি শিকার করেন। প্রতিদিন যা শিকার করা সম্ভব হয়, বাড়ি ফিরে তা-ই তারা আহার হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য ওই পশুপাখি কোনও অবৈধ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, দেখে এমনটা মনে হয় না তাদের। কারণ, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাসক দল বিজেপি ও পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ গণমুক্তি পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় শাসক দল বিজেপি এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের গুরুতর অভিযোগ এনেছেন গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি জিতেন্দ্র চৌধুরী। আজ বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানতে চেয়েছেন, বিরোধীদের উপর অত্যাচার বন্ধে পুলিশ আদৌ ব্যবস্থা নেবে তো?

এদিন জিতেন্দ্রবাবু বলেন, প্রাক-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়ে বিজেপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই, শাসক দলের অসহিষ্ণু এবং স্বৈরাচারী কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিচ্ছে। তাঁর দাবি, বিজেপি কখনওই গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক রীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না। তারই ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরায় বিরোধীদের উপর নানাভাবে আক্রমণ নেমে এসেছে।

তাঁর কথায়, করোনা পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। পাহাড়ে অভাব অনটন মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে। তাই, গণমুক্তি পরিষদ ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে কর্মসূচি ঘোষণার সাথে সাথেই তা বানচাল করার চেষ্টা চলছে। এদিন তিনি সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে বলেন, শাসক দল এবং ত্রিপুরা পুলিশ ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের জন্য দায়ী। তাঁর দাবি, শাসক সমর্থিত দুর্বৃত্তরা পুলিশের সামনেই বিরোধীদের মারধর করছে। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে। এই অরাজকতার বিরুদ্ধে পুলিশ আদৌ কোনও ব্যবস্থা নেবে কিনা, জানতে চেয়েছেন তিনি।

ফিল্মি কায়দায় মহিলার গলার চেইন ছিনতাই গর্জিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ সেপ্টেম্বর।। সিনেমার কায়দায় এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে পালালো এক অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতি। ঘটনা বুধবার দুপুর আনুমানিক দুইটায় উদয়পুর মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন গর্জি পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত জোয়ালিখামার এলাকায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা জোয়ালিখামার এলাকায়। ঘটনার তদন্তে গর্জি থানার পুলিশ।

সূত্র মারফৎ জানা যায়, বুধবার দুপুর আনুমানিক দুইটায় জোয়ালিখামার এলাকার নকুল দাসের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সমস্যা শুনবেন মুখ্যমন্ত্রী, ৩ অক্টোবর সাক্ষাতের সূচি স্থির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সমস্যা শুনবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আগামী ৩ অক্টোবর সন্ধ্যা ছয়টায় সচিবালয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে তাঁদের দাবি নিয়ে আলোচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এতে আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। দুর্গোৎসবের আগেই চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান করে তাঁদের মুখে হাসি ফুটাবেন মুখ্যমন্ত্রী, আশা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

আজ বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে টেলিফোনে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সাক্ষাতের সময়সূচি জানানো হয়েছে। মূলত, গত ২৩ সেপ্টেম্বর মহাকরণ অভিযানে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আশ্বস্ত করেছিলেন, তাঁদের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে। সে মোতাবেক আজ তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতের সময় পেয়েছেন। এর পরই চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের তিনটি সংগঠনের নেতৃত্বরা আগরতলায় সিটি সেন্টারের সম্মুখে মিলিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে চর্চা করেন।

এ-বিষয়ে ডালিয়া দাস বলেন, আগামী ৩ অক্টোবর সন্ধ্যা ছয়টায় সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের সময় স্থির হয়েছে। ওইদিন তিনি আমাদের সমস্যা এবং দাবি সম্পর্কে অবগত হবেন। তিনি বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা ভীষণ অসহায় হয়ে পড়েছেন। তাই সরকারই আমাদের সমস্যাবলির সমাধানের প্রধান ও একমাত্র উপায় বলে আমরা মনে করি। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সামনেই দুর্গোৎসব এবং এই উৎসবের মরশুমে আমাদের মুখে মুখ্যমন্ত্রী হাসি ফুটাবেন।

প্রসঙ্গত, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তাছাড়া, চাকরির যোগ্যতা নির্ণয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তাঁদের আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের ওই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের তিনটি সংগঠন। তাঁরা স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন।

বিষধর সাপের ছোবলে অসুস্থ এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। খোয়াই মহাকুমার চাম্পাহাওয়র থানা এলাকার বংশী বাড়ি এলাকায় সাপের ছোবলে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। সাপের ছোবলে জখম ব্যক্তির নাম মনোজিৎ দেববর্মা। তাকে প্রথমে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকায় খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। সংবাদপত্রে জানা গেছে মনোজিৎ বেপরোয়া নিজের পুকুরে মাছ ধরতে নেমেছিল। মাছ ধরার সময় একটি বিষধর সাপ তাকে ছোবল দেয়। সাপের ছোবলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।তখন ঐ পরিবারের লোকজন তাকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

আগরতলা স্মার্ট সিটির কাজ ঘুরে দেখলেন আধিকারীকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। বুধবার শিবনগর এলাকায় স্মার্ট সিটি কাজ পরিদর্শন করলেন স্মার্ট সিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তথা পশ্চিম জেলার জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদব। তিনি এদিন শিবনগর এলাকার রাস্তার ডেইন, বিদ্যুতিক লাইনের অবস্থা এবং স্মার্ট সিটির আওতায় দুটি পুকুরের কাজ ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে নিয়ে পরিদর্শন করেন।

পরে স্মার্ট সিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক শৈলেশ কুমার যাদব সংবাদ প্রতিনিধি দের জানান, বিগত বছর মে মাসে স্মার্ট সিটি আওতায় শিবনগর এলাকার দুটি প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছিল। দুটি প্রজেক্টের কাজের ক্ষেত্রে ব্যয় হবে ৯ কোটি টাকা। কিন্তু কাজটি শুরু হওয়ার পর থেকে বেশ কিছু কারণবশত কাজের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বিগত বছর দুর্গা পূজার পর কাজটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনাতঙ্কে বাড়িতেই সন্তান প্রসব

হাসপাতালে যাওয়ার পর পজিটিভ চিহ্নিত মহিলাকে অ্যাম্বুলেন্স না দিয়ে অটোয় পাঠানো হল বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। করোনা-র আতঙ্কে প্রসবের জন্য প্রসূতি মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সাহস পাননি পরিবারের সদস্যরা। ফলে বাড়িতেই সন্তান প্রসব করেন জনৈক জনজাতি রমণী। কিন্তু বুধবার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁর স্বামী। হাসপাতালে পরীক্ষা করে ধরা পড়েছে মহিলাটি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। ফলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করেন। তাতে তিনি সুস্থতাও অনুভব করেন। তাই হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মহিলাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়নি। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁর স্বামী একটি অটোয় চেপে তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান। সমগ্র ঘটনায় প্রশাসনিক উদাসীনতা চরমভাবে প্রকট হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৩৬ মাইল এলাকার জনৈক জনজাতি রমণী গত ২৬ সেপ্টেম্বর সন্তান প্রসব করেছেন। তাঁর স্বামী জানিয়েছেন, করোনা-র আতঙ্কে হাসপাতালে যেতে ভয় ছিল। তাই বাড়িতেই সন্তান প্রসব হয়েছে। কিন্তু আজ তাঁর স্ত্রী পেটে ব্যথ্যা অনুভব করেন। তাই তাঁকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মহিলার স্বামী আরও জানিয়েছেন, হাসপাতালে যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রীর কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে। তাতে তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

তিনি বলেন, হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসক নমিতা কলই পিপিই কিট পরিধান করে প্রসূতি ওয়ার্ডে তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করেন। এতে তিনি সুস্থতা অনুভব করেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে বাড়িতে আইসোলেশনে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এখানে নতুন করে বিপত্তি দেখা দেয়। মহিলার স্বামী জানিয়েছেন, করোনা আক্রান্ত তার স্ত্রী-কে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য হাসপাতাল থেকে কোনও অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়নি। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনও লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে একটি অটো ভাড়া নিয়ে স্ত্রী-কে নিয়ে বাড়ি এসেছেন।

স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা জনমানসে একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বাড়িতে প্রসবের বদলে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত প্রচার চালানো হচ্ছে। আশাকর্মীরা সেই দায়িত্বই প্রতিনিয়ত পালন করে চলেছেন। কিন্তু ওই জনজাতি রমণী বাড়িতে সন্তান প্রসব করার ঘটনায় প্রত্যন্ত এলাকায় প্রচার অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না বলে মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে একজন করোনা আক্রান্ত রোগীকে অ্যাম্বুলেন্স না দিয়ে বাড়ি কেন পাঠানো হয়েছে, সে বিষয়ে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের চরম উদাসীনতা প্রমাণিত হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। আড়ালিয়া লোকনাথ পাড়ায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম পানু বাউল। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে পানু বাউল নামে ওই যুবক রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। সেখান থেকে সে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। রাস্তায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে কলেজ লাইট পোষ্টের পুলিশ ছুটে গিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় বাউল নামে ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলিতে অক্টোবরের শুরুতেই ভারী বৃষ্টিপাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ও অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যকে অক্টোবরের শুরুতেই বেসামাল করে দেবে ঝড়-বৃষ্টির ঝাপ্টা। অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর এবং ত্রিপুরার জন্য আবহাওয়া দফতর ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে। ঝড়ের সাথে বজ্রবৃষ্টি করোনা-প্রকোপের মধ্যে ওই সকল রাজ্যের জন্য বাড়তি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে, মেঘালয়ে এ বছর বর্ষার মরশুমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ফলে, ১ অক্টোবর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে মোকাবিলা করবে রাজ্যগুলি তা নিয়েও সংশ্লিষ্ট দফতরে তৎপরতা শুরু হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের দাবি, বুধবার সকাল অবধি অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের নিকটবর্তী পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থিত একটি ঘূর্ণিঝড় প্রচলনের কারণে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তার প্রভাবে ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গেও ভারী বৃষ্টিপাত হবে বলে জানানো হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার থেকেই নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আগামী বৃহস্পতিবার সেই পরিস্থিতি আরও পরিবর্তন হবে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ১ জুন থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অরুণাচল প্রদেশে ১৯৩৫.৬ এমএম, অসমে ১৬৫১.২ এমএম এবং ত্রিপুরায় ১৩০১.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বর্ষা মরশুমে এই পরিমাণ বৃষ্টি স্বাভাবিক বলেই গণ্য করে আবহাওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩৪৪ ▫১ অক্টোবর ২০২০ ইং ▫ ১৪ আশ্বিন ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিতর্কিত সংস্কার

আরও একটি বিতর্কিত প্রশাসনিক সংস্কার। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করিল, অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম বোর্ড উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। কেহ বলিতেই পারেন, ভারত যখন সর্বশক্তিতে শিল্পোন্নত দেশ হইতে চাহিতেছে, তখন প্রাগৈতিহাসিক হস্তচালিত তাঁতের স্থান কোথায়? স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাউক, তর্কটি আজিকার নহে। এই তর্কের বয়স আট দশকের অধিক। ১৯৩৮ সালে, জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে, ভারতে যখন ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তখনই প্রশ্ন উঠিয়াছিল জাতীয়তাবাদী নেতারা যে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহাতে কি খাদির ঠাঁই হওয়া সম্ভব? ভারতীয় রাজনীতিতে তখনও মোহনদাস কর্মচন্দ গাঁধীর নৈতিক আধিপত্য প্রশ্নাতীত, প্রশ্নটি তবুও উঠিয়াছিল। তাহার উত্তরে জাতীয়তাবাদী নেতারা বলিয়াছিলেন, ইহা সত্য যে শিল্পায়নের ছন্দের সহিত খাদি পা মিলাইতে পারিবে না, কিন্তু তবুও তাহাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে রাখিতে হইবে। কারণ, ইহা শুধু শিল্প, উৎপাদন বা অর্থনীতির প্রশ্ন নহে; হস্তচালিত তাঁতের গুরুত্ব অন্যত্র। প্রকৃতই হস্তচালিত তাঁতে ভারতের আত্মা বিরাজ করে। স্বাধীন ভারতে যোজনা কমিশন যখন মধ্যগগনে, সেই আমলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম বোর্ড রাষ্ট্রীয় শিল্পযজ্ঞে যাহাতে শ্রমনিবিড়, গ্রামীণ ক্ষেত্রটি বাদ না পড়িয়া যায়, তাহা নিশ্চিত করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। সেই বোর্ডটির বিলুপ্তির সিদ্ধান্তকে, অতএব, এই প্রেক্ষিতেই দেখা বিধেয়।

ভারতে এখনও কত মানুষ জীবিকা হিসাবে হস্তচালিত তাঁতের উপর নির্ভরশীল, সেই হিসাব সরকারের নিকট থাকিবারই কথা। হ্যান্ডলুম বোর্ডের প্রধানতম দায়িত্ব ছিল এই মানুষগুলির স্বার্থরক্ষা করা, রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব করা। বোর্ডটির বিলুপ্তির অর্থ, অতঃপর তাঁহাদের বাজারের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে বাজার বিপজ্জনক, কারণ সেই সমুদ্রে ভাসিবার শক্তি হস্তচালিত তাঁত নামক ডিঙিটির নাই। এইখানেই সরকারের দায়িত্ব। কেহ বলিতে পারেন, আরও পাঁচটি শ্রমনিবিড় ক্ষেত্র যেমন ভাবে কালের গতিতে হারাইয়া গিয়াছে, হস্তচালিত তাঁতও যদি তেমন হারাইয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি কী? ক্ষতি এইখানেই যে, খাদিতে ভারতের আত্মা বিরাজ করে। তাহাতে ভর করিয়া ভারতের জাতীয়তাবাদ সর্বজনীন হইয়াছিল। সুতরাং, হস্তচালিত তাঁতকে বাজার বা অর্থনীতির মানদণ্ডে নহে, বিচার করিতে হইবে তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্বের মাপকাঠিতে। ভাবিতে হইবে, এমন আর কিছু কি আছে, যাহা ভারতের গত একশত বৎসরের ইতিহাসকে এই ভাবে শরীরে ধারণ করিতে পারে? ইহাকে রক্ষা করা সরকারের কর্তব্য। ন্যূনতম সরকারের যুক্তিতে সেই দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলা চলে না।সেই জাতীয়তাবাদী, অতএব কংগ্রেস-গন্ধী অতীতে, নরেন্দ্র মোদীদের রুচি না-ই থাকিতে পারে। তাহা দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই সেই দুর্ভাগ্যকে ভারত মানিয়া লইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন, হস্তচালিত তাঁত কি কেবল অতীত? তাহার কি ভবিষ্যৎ নাই? বিশ্ব বাজারে ভারত নিজের যে পরিচিতি তৈরি করিতে উদ্গ্রীব, তাহাতেও তাঁত গুরুত্বপূর্ণ। যে কয়টি পণ্যের গায়ে ভারতীয়ত্বের নির্ভুল ছাপ আছে, এবং বিশ্ববাজারে যাহার চাহিদা আছে, তাঁতজাত বস্ত্র তাহার মধ্যে অন্যতম। তাহার যথাযথ বিপণন করিলে সেই বাজার আরও বিস্তৃত হইতে পারে, মূল্যশৃঙ্খলেও এই পণ্যটি উচ্চতর ধাপে পৌঁছাইতে পারে। তাহাতে কর্মসংস্থান হইবে, বিশ্ব-অর্থনীতির সহিত গ্রামীণ ভারতের যোগসূত্রটিও দৃঢ়তর হইবে। ইহাই তো উন্নয়নের পথ। এবং, নরেন্দ্র মোদীরা আশ্বস্ত হইতে পারেন, এই বিপণনের কথা নেহরুও ভাবেন নাই। প্রয়োজন শুধু বিবেচনাবোধের। তাঁতের আসন যে ভারতাত্মায় পাতা, তাহা স্বীকার করিবার।

স্কুল খোলার কথা কালীপুজোর পর ভাবা হবে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কালীপুজোর পর ভাবা হবে কবে থেকে রাজ্যে স্কুল খুলবে। বুধবার উত্তরকন্যায় তিন জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন।

এদিন কোচবিহার, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখনও স্কুল খোলার মতো পরিস্থিতি হয়নি। কালীপুজোর আগে ওই ব্যাপারে ভাবব।" কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী নবম-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিধি মেনে স্কুল খুলে গিয়েছে ২১ সেপ্টেম্বর। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অক্টোবরের আগে কোনও ভাবেই রাজ্য সরকার ভাববে না।

সরকারি থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়াশোনা চলছে অনলাইনে। এমনকি পরীক্ষা পর্যন্ত বাড়িতে বসে অনলাইনে দিতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের।এমনিতে রাজ্য সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল, ক্লাস ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী ক্লাসে ওঠার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে না। কোভিড আবহে উচ্চমাধ্যমিকের তিনটি পরীক্ষাও বাতিল করতে হয়েছিল। এবার কালীপুজোর পর কবে স্কুল খোলে এখন সেটাই দেখার। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, স্কুল খোলার পর কী কী বিধি মেনে ক্লাস শুরু হবে, শুরুতেই সব ক্লাস চালু হবে নাকি আগে নবম-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন শুরু হবে এই ব্যাপারে সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে। অক্টোবরের শুরুতে ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলের চাল-ডাল বিলির সময়ে মাস্ক দেওয়া হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মমতা বলেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, করোনা আবহে মাস্ক দেওয়া হবে মিড ডে মিলের চাল-আলুর সঙ্গে। সেই প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে। অভিভাবকদের স্কুলে এসে তা সংগ্রহ করতে হবে।

গুগল প্লে স্টোরেও মিলবে কলকাতা মেট্রো রেলের অ্যাপ

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এবার থেকে গুগল প্লে স্টোরেও মিলবে কলকাতা মেট্রো রেলের অ্যাপ। আর সেই অ্যাপেই মিলবে কলকাতার মেট্রো সম্পর্কিত যে কোনও তথ্য।

এদিনই কলকাতার মেট্রো রেলের অফিসিয়াল অ্যাপ চালু হয়েছে। তার জেরে এবার এইসব সুবিধা পেতে চলেছেন কলকাতা মেট্রো রেলের যাত্রীরা। পুজোর মুখেই এই বড়সড় সুবিধা পেতে চলেছেন কলকাতা মেট্রো রেলের যাত্রীরা। পাশাপাশি করা যাবে অনলাইনে স্মার্টকার্ড রিচার্জ ও ই-পাস বুক করা। সেই সঙ্গে মিলবে নানান তথ্য।

মেট্রোর পরিষেবা চালুর পর থেকেই কিন্তু রোজই একটু একটু করে ভিড় বাড়ছে মেট্রোতে। কিন্তু পরিষেবার জটিলতার জেরে সমস্যা বাড়ছিল। এবার তাই সমস্ত পরিষেবাকে এক ছাতার তলায় এনে অ্যাপ চালু করে দিল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। এই অ্যাপেই মিলবে কলকাতা মেট্রো সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য। মেট্রোর যাত্রাপথে যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে বা মেট্রো যদি কোথাও আটকে পড়ে তাহলে তার নোটিফিকেশন চলে আসবে ওই অ্যাপ ব্যবহারকারীর মোবাইলে।

আনলক চতুর্থ পর্বে নিয়ম মেনে চালু হয়েছে কলকাতা মেট্রো রেলের পরিষেবা। তবে মেট্রোতে যাতায়াত করতে হচ্ছে হরেক নিয়ম মেনে। মিলছে না টোকেন। যাতায়াতে ভরসা স্মার্ট কার্ড আর ই-পাস। আবার পুরাতন স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে যেমন সমস্য হচ্ছে ঠিক তেমনি নতুন স্মার্ট কার্ড পেতেও সমস্যা হচ্ছে। এই অ্যাপ থেকেই ই-পাস জেনারেট করা যাবে। রিচার্জ করা যাবে স্মার্ট কার্ড। এছাড়াও একাধিক সুবিধা মিলবে।

জল- জঙ্গল- প্রকৃতিকে নিলামে তুলছেন সরকার, মানুষ বাঁচবে তো?

শোভনলাল চক্রবর্তী

বিগত বেশ কয়েকটি বছর ধরে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (হু) হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আসছিলেন যে প্রকৃতির নিধনযজ্ঞ পৃথিবী জুড়ে যেভাবে বাড়ছে তাতে সংক্রমক ব্যাধির গতিপ্রকৃতি পাল্টে যাচ্ছে। মানুষ আরো বেশি করে পরিভাষায় যাকে বলে জুনওটিক ডিজিজ বা পশুজাত ব্যাধি যেমন—জলাতঙ্ক, ইবোলা, সার্স, মার্স এবং বর্তমানে কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে যার প্রতিটি পশু থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়েছে। একদিকে যখন টিভির পর্দায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন কোভিডের মতো জুনওটিক রোগ কেন আসলে জঙ্গল কেটে ফেলার প্রত্যক্ষ পরিণাম। বোধাচ্ছেন কী ভাবে জঙ্গলের আশ্রয়হারা প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের ঘেঁয়াঘেঁষি বাড়ছে আর তার ফলে তাদের শরীর থেকে এত ঘন ঘন নানা ভাইরাস লাফিয়ে নামছে আমাদের শরীরে। অন্যদিকে তখন লকডাউনের পরে বর্তমান চলছে অর্থনীতিকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর ডন্য মরিয়া প্রচেষ্টা। অর্থনীতিকে চাহগা করতে গিয়ে অবাধ ছাড় দেওয়া হয়েছে পরিবেশ ও বনাঞ্চল সংরক্ষণের বিরুদ্ধে, যা রীতিমতো চিন্তার বিষয়। প্রথমে ভারতের পরিবেশ, অরণ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনে যে ফরেস্ট অ্যাডভাইজারি কমিটি তাকে দিয়ে পাশ করিয়ে নেওয়া হল একটি সিদ্ধান্ত, যা পরিবেশ ভাবনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এতকাল ধরে বনাঞ্চলের ভিতরে যে সরকারি খনিগুলি ছিল তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর পরিবেশ মন্ত্রকের থেকে লিজ নবীকরণ করতে হত, যেখানে দেখা হত খননের কারণে বনাঞ্চলের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা। কিন্তু করোনা আবহে সরকার কায়দা করে সে নিয়ম তুলে দিয়ে ২০ বছরের লিজ দিয়ে দিচ্ছেন। এর অর্থ খননের জন্য যদি বনাঞ্চলের কোনো ক্ষতি হয়, তা অন্তত ২০ বছর আগে কেউ টের পাওয়ার নেই। লকডাউনের সময় যে প্রকল্পগুলি পরিবেশ বা বন দফতরের অফিসে অনুমোদনের জন্য পড়ে ছিল, সরকার অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের নাম করে সেই প্রকল্পগুলিকে ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন। তার মানে ইতিপূর্বে যে সমস্ত প্রকল্প নিয়ে আন্দোলন, পুনর্বাসন, কোর্ট কাছারি হয়েছে সেই সব ফাঁস থেকে নতুন প্রকল্পগুলিকে এক ধাক্কায় ছুটি দিয়ে দিল সরকার। একটি ভিডিও কনফারেন্স করে পরিবেশমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকের অভয়ারণ্যের ভিতরে ৭৬৮ হেক্টর জমি নিয়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। মহাবীর অভায়ারণ্যের ভিতর দিয়ে যে জাতীয় সড়কের প্রকল্প করা হয়েছে, তা লাগোয়া রয়েছে কালী ব্যাঘ্র প্রকল্প যেখানে কয়েক মাস আগে এক বাঘিনী ও তার তিন শাবককে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছে কেউ বা কারা। এর পাশাপাশি রয়েছে অরুণাচল প্রদেশের বিদাঙ উপত্যকায় ৩০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, যেটির খরচ ২৫ হাজার কোটি টাকা এবং দিবাঙ অভয়ারণ্য থেকে যার দূরত্ব মাত্র ১২ কিলোমিটার। এর জন্য প্রায় ১২ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে তিন লক্ষের মতো গাছ কাটতে হবে। গ্রাষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যের উপর এই আঘাতের ফলে ব্যাপক ক্ষতি হবে ওই গোটা অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের এবং সর্বোপরি পরিবেশের। অরুণাচল প্রদেশের এই প্রকল্পটিকে এর আগে চারবার রুখে দিয়েছেন। পরিবেশ আন্দোলনকারীরা। কিন্তু এবার করোনার সুযোগে সরকার প্রকল্পটিকে পাশ করে দিলেন। যেটি হাস্যকরতা হল, যাঁরা এই প্রকল্পের দায়িত্বে তাঁদের হিসাব অনুযায়ী ওই গাছগুলির কাটার ক্ষতিপূরণ ১.৭ কোটি টাকা, যে ক্ষতিপূরণ সরকার নিতে রাজি হয়েছেন। এরপর পাহাড় নদ-নদী বেচে সরকার কি টাকা সংগ্রহ করবেন? জানা নেই, তবে এই কেন্দ্রীয় সরকার সব পারেন, এটা পরিষ্কার।

এমনিতেই জঙ্গল সংলগ্ন মানুষের বসতি, জঙ্গলের গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমিয়ে আনছে, এবার যদি সরকার দায়িত্ব নেন গাছ কাটার তবে তো আর কথাই নেই। খনিজ সম্পদ আছে যে সব রাজ্যে, তাঁদের কাছে সরকার চিঠি পাঠিয়েছে এই মর্মে যে ওই রাজ্যের সরকার যাতে অন্তত পাঁচটি নতুন খনির সন্ধান করেন এবং এমন ব্যবস্থা করে রাখেন যাতে পরিবেশ দফতর বা অন্য কেউ কোনো গণ্ডগোল না পাকাতে পারেন। তবে কি খনি, মানুষ, জঙ্গল সব একসঙ্গে বিকিয়ে যাবে এবার। এইসব রাজ্যে গঠিত হবে একটি করে প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি, যারা ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইন্স-কে আবেদন জানাবেন যাতে পনেরো দিনের মধ্যে ছাড়পত্র পায় প্রকল্পটি। অনুরূপে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রও মিলবে চটজলদি। সরকারি আইনকে কলা দেখিয়ে, সরকার যদি এইভাবে নিজেদের পছন্দের লোকদের খনি বেচতে শুরু করেন, তবে সমূহ বিপদ।

পূর্বাঞ্চলের তিনটি রাজ্য ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এংব ছত্তিশগড় লৌহ আকরিকের এবং ম্যাঙ্গানিজের ওপেন কাস্ট মাইন চিহ্নিত করেছে যেখানে ঘিরে রয়েছে সবুজ বনভূমি। ওই পরিবেশে সরকার কী করে ওপেন কাস্ট মাইনের কথা ভাবছেন এটাই গভীর চিন্তার বিষয়। তাঁদেরসংবেদনশীলতার এতটা অভাব যে খনি থাকলেই সেখানে খনন চালাতে হবে। তাঁর পরিবেস, পরিমণ্ডল জীববৈচিত্র্য কোনো দিকেই তাকাবেন না। যাঁরা আমাজনের জঙ্গলে আগুন ধরানো নিয়ে মুখ খুলেছিলেন, আজ তাঁরা কোথাও?

মোদি সরকার প্রকৃতির ওপর যে আঘাত হানছেন তা ওই অঞ্চলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার শামিল, বেয়ার গ্রিলস মোদি করে ছাড় পাওয়া যাবে না। একসঙ্গে চল্লিশটি কয়লার ব্লককে তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি সংস্থার হাতে, যার একটি লোক দেখানো দরপত্র জমা নেওয়া হবে, কিন্তু কারা বরাত পেতে চলেছেন তা একটি বাচ্চা ছেলেও বলেদিতে পারবে। আজ যখন সারা দুনিয়া অপ্রচলিত শক্তির ওপর জোর দিচ্ছে তখন ভারতের কয়লার প্রতি এই ভালোবাসা কি মোদিজি তাঁর দোসর ট্রাম্প সাহেবের কাছ থেকে পেলেন, নাকি শুধুই টাকার গন্ধে আমোদ করে উঠেছে মন মেতে? অর্থমন্ত্রী পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন কয়লা শিল্পের খোলনলচে বদলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এত হয়ে গেল সেই, কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছো-র মতো ব্যাপার। যে উৎস প্রায় নিঃশেষিত তাকে ধরে এত টানাটানি কেন? ফসিল ফুয়েলের যুগ যখন ফুরিয়ে আসছে, তখন সেই শিল্পে এতগুলো টাকার লগ্নি কি কারোর সুবিধার জন্য? এই টাকাটা যদি পরিবেশবান্ধব অপ্রচলিত শক্তির সন্ধানে সরকার ব্যয় করতে তাহলে বোঝা যেত যে সরকার কিছুটা দূরদৃষ্টি আছে। এই লেখা যখন লিখছি তখন ছত্তিশগড়ের অনেকগুলি গ্রামের মানুষ দুলছেন অনিশ্চয়তার দোলায়। সেখানে সুপ্রাচীন অরণ্যের তলায় রয়েছে ৫১৮ কোটি টন কয়লা। সেখানকার মানুষ নদী-সবার অস্তিত্ব পিন্ন। আজ এই করোনার কালবেলায় যখন মানুষ জীবন, জীবিকা দুদিক দিয়ে আক্রান্ত, তখন পরিবেশ সচেতন হওয়া আমাদের কর্তব্য। গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমানো এবং প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমিয়ে ফেলার জন্য প্রয়োজন যে গাছের আচ্ছাদন তা বাড়ানোর চেষ্টার করা আমরা উল্টে তা কমাতে চলেছি স্রেফ এককালীন কিছু টাকার লোভে। তিন বিলিয়ন টন কার্বন শোষণ করার মতো গাছের সংখ্যা এখন ভারতে নেই। গাছের সংখ্যা বাড়ানোর বদলে পরিবেশমন্ত্রক এমন সব পদক্ষেপ নিচ্ছে, পরিবেশ সংরক্ষণের পরিপন্থী। এই ধরনের বিকাশ এর বিরুদ্ধে মানুষকেই পথে নামতে হবে। নিজেদের জীবনের স্বার্থে। কারণ, এই অবোধ সরকার যে ডালে বসে আছে, সেই ডালটিকেই কাটাতে উদ্যত। প্রশ্নটা হল, আমরা বিশ্বসচেতন নরবাসীরা কি কখনও টের পাই কীভাবে দূর আমাজন আর ছত্তিশগড় এক হয়ে যায়?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সাংবাদিক হত্যার কিছু পরিসংখ্যান, কিছু কথা

পবিত্র রায়

এবছরে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় উপমহাদেশে দু'টি সাংবাদিক হত্যার ঘটনা সামাজিক জীবনে খুব বেশি আলোড়ন ফেলতে না পালওে সচেচন মানুষ কিন্তু যথেষ্ট তিনচায় পড়েছেন। আগস্ট মাসের ১২ তারিখে রহস্যজনকভাবে নেপালের মান্ডু এলাকার হাইড্রোপাওয়ার প্রকল্পে কাছে বাগমতী নদীর তীরে উদ্ধার হয় ৫০ বছর বয়সী নেপালি সাংবাদিক কান্তিপুর দৈনিক-এর সহ সম্পাদক বলরাম বানিয়ার দেহ। ধারণা করা হচ্ছে বলরাম বানিয়াকে খুন করা হয়েছে। এই সাংবাদিক কিছুদিন আগে নেপালের কৃষি মন্ত্রকের রিপোর্ট উল্লেক করে চাঞ্চল্যকর এক খবর পরিবেশ করে লিখেছিলেন নেপালের ১১টি জায়গায় সীমান্ত লঙ্ঘন করে চিন ৩৩ হেক্টর জমি দখল করে নিয়েছে। ফলে নেপাল উত্তাল হয়ে ওঠে। এরপর থেকে বলরাম বাবু খুনের হুমকি পেতে থাকেন নেপালে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত প্রতিবাদ করলে একই পত্রিকায় ক্ষমতা চাইতে বাধ্য হন এই সাংবাদিক। নেপাল সরকার বলতে চাইছে নদীতে পড়ে গিয়ে নিছক দূর্ঘনার কারণে মৃত্যু হয়েছে বলরাম বাবুর। পর্যবেক্ষক মহল মনে করছে চিন ও নেপালের কমিউনিস্ট প্রশাসক মহলেররোষানলে পড়েই খুন হতে হয়েছে প্রক্যাত এই নেপালি সাংবাদিককে। তবে যেভাবেই মৃত্যু হোক না কেন মৃত্যুটা যে অস্বাভাবিক, সে কথা অনস্বীকার্য। ইংরেজি ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের এক খররে জানা যায় সাহিন বালোচ নামে একজন পাকিস্তানি মহিলা সাংবাদিক খুন হয়েছেন বালুচিস্তানে। এই সাংবাদিক মহিলা শুধু সাংবাদিকতা নিয়েই ছিলেন না। শিল্পীও সমাজকর্মী বলেও বিশেষ খ্যাতি ছিল তাঁর। তিনি দাসগোহার পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন। মহিলাদের সমানাধিকারের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোসহীন। এর আগে শুক্রবার বা ইং ০৪/০৯/২০২০ তারিখে ইসলামাবাদ থেকে সাজিত গোন্ডাল নামক এক প্রাক্তন সাংবাদিক নিখোঁজ হয়ে যান। শুধু এই দু'টি খুনই নয়। পালা করে নিয়মিত সাংবাদিক হত্যা চলছে পাকিস্তানে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ২৫ বছরে পাকিস্তানে খুন হয়েছেন ১১৫ জন সাংবাদিক।

বাংলাদেশের দিকে একবার চোখ বোলানো যেতে পারে। পাকিস্তানে সাংবাদিক হত্যার নিরিখে বাংলাদেশে হত্যার পরিমাণ কম হলেও উপেক্ষিত নয় পাকিস্তানে ১১৫ জন সাংবাদিকের খুন হওয়ার প্রাক্কালে বাংলাদেশের খুন হয়েছেন ২৫ জন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম শ. ম. আলাউদ্দিন, সাইফুল আলম মুকুল, শামসুর রহমান, মানিক সাহা প্রমুখ। ৮ জুন, ১৯৯৬ তারিখে সাতক্ষীরার 'পত্রদূত' পত্রিকার সম্পাদক শ. ম. আলাউদ্দিন খুন হন। ৩০ আগস্ট ১৯৯৮-এ খুন হল 'দৈনিক রানার' পত্রিকার সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুল। ২০০০ সালের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠের শামসুর হরমানকে খুন হতে হয় তার কার্যালয়ের মধ্যে। দৈনিক সংবাদ পত্রিকার খুলনা ব্যুরো প্রধান প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি মানিক সাহা খুন হন ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ।

কমিউনিস্ট পরিচালতি চিন দেশের খবর খুব একটা জানতে না পারলেও সেখানেও সাংবাদিকদের উপর নির্মমতা যে চলছে, সেটার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় দু'একটি খবর মারফত। জিয়া জিয়া নামক একজন বিবিসি'র মহিলা সাংবাদিকও কলামিস্ট ও বেজিং থেকে নিখোঁজ হয়ে আছেন ২০১৬ সালের মার্চ মাসের ১৫ তারিখ থেকে। একটি চিঠি ছাপা হয়, যেকানে শি জিনপিংয়ের পদত্যাগ দাবি করা হয়, যেখানে জিয়া জিয়া'র নাম জড়িত ছিল। জিয়া জিয়া প্রথমেই বিবৃতি দিয়ে সেই জড়িত থাকার বিষয় অস্বীকার করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ভিত্তিক সাংবাদিকের সংস্থা জ্য কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট-এর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ওই বছর চিনে ৪৮ জন সাংবাদিকের ডেলে ঢোকানো হয়েছে, যে সংখ্যাটা আগের বছর ছিল ৪৭ জন। ২০১৯ এর সেপ্টেম্বর মাসের একটি খবরে জানা যায় চিন দেশে সাংবাদিকতা করতে হতে চিনাদের জিনপিং এর মতাদর্শের বোঝাপড়া নিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। বা বলা যেতে পারে, শি জিনপিং-এর কাছ আনুগত্য বজায় রেখে সাংবাদিকাত করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিক চেং লেই'কে চিন থেকে বলা হয় জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি এবং তাঁকে চিন থেকে বহিস্কার করা হয়। এবার অন্যান্য দেশের দিকে সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে। এ বছরে বুলগেরিয়ায় ৩০ বছর বয়সী ভিক্টোরিয়া মারিনোভা নামের এখ মহিলা সাংবাদিককে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। ইরানের শিফা গর্দি নামক শরণার্থী পরিবারের এক মহিলা সাংবাদিক অই এস'এর পেতে রাখা মাইন বিস্পোরণের প্রাণ হারান। রাশিয়ায় সাংবাদিক বব চেস্কো (৪১) সরকারি নীতির সমালোচনা করায় আক্রান্ত হন, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। দু'বছর আগে কিয়েভের কেন্দ্রে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান পাভেল শেরমেত নামক এক সাংবাদিক, যিনি বিরোধী দলনেতা বরিস নেমেতসেভ এর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তুরস্ক ২০১৮ সালে ৬৮ জনকে ও ২০১৯ সালে ৪৭ জন সাংবাদিককে জেলে পাঠিয়েছে। আমেরিকার মত বাক স্বাধীনতার দেশের কথায় কী'ই বা আর বলা যায় শুধু জর্জ ফ্রয়েডের মৃত্যুর পর খবর সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিকদের উপর ৯০ বার হামলা করেছে মার্কিন পুলিশ। সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন সলমনের নির্দেশে জামাল খাসোগি ইস্তাম্বুলের সৌদি দূতাবাসে খুন হয়ে এখন বিশ্ববন্দিত এক প্রাক্তন সাংবাদিক। এবার ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের পরিসংখ্যান একবার দেখা যেতে পারে। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের (আইপিআই) হিসাব অনুযায়ী চলতি বছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশথেকে প্রাণ হারিয়েছেন ৭০ জন সাংবাদিক। আইপিআই সাংবাদিকদের একটি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের নাম। এটি মিডিয়া এক্সিকিউটিভ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করে। বিশ্ব সাংবাদিকতার নেতৃত্ব দানকারী সাংবাদিকদের একটি প্ল্যাটফর্মও এটি। আইপিআই এর মূল কাজ প্রেস স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয় বিশ্বের দরবারে তুলে আনা। আইপিআই ১৯৯৭ সাল থেকে নিহত সাংবাদিদের তালিকা প্রকাশ করে আসছে। তাদের হিসাব অনুযায়ী শুধু ২০১৮ সালে এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ৭০ জন নামকরা সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। আইপিআই এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি বছরে এখন পর্যন্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে মারা গেছেন ১৩ জন সাংবাদিক। মেক্সিকোর মতো দেশে মারা গেছেন ১১ জন, যুক্তরাষ্ট্রে ৬ জন, পার্শ্ববর্তী দেশ বারতে মারা গেছেন ৫ জন সাংবাদিক। অনবরত বোমা হামলায় বিধ্বস্ত সিরিয়ায় এখন পর্যন্ত চারজন সাংবাদিকের মৃত্যু খবর পাওয়া গেছে। এই তালিকা থেকে বাদ যায়নি ব্রাজিল। সেখানেও মারা গেছেন চারজন। ইকুয়েডরে দু'জন, গুয়েতেমালায় দু'জন, পাকিস্তানে তিনজন, প্যালেস্টাইনে দু'জন, ফিলিপাইনে তিনজন। অপরদিকে এল সালবাদের মারা গেছেন একজন, নিকারাগুয়ায় একজন, স্লোভাকিয়ায় একজন, ইয়েমেনে তিনজন। সৌদি আরবে ঘটেছে এক সাংবাদিক হত্যাকাণ্ড। তবে তা বছরের সবচেয়ে অলোচিত সাংবাদিক হত্যার ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বাকি আটজন নিহত সাংবাদিক অন্যান্য দেশের। আইপিআই এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করে আসছে ১৯৯৭ সাল থেকে। তাদের তালিকায় প্রথম বছরে সাংবাদিক হত্যা সংখ্যা ছিল ২৮ জন। তালিকা প্রকাশের পর থেকে এটিই ছিল সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে কম। এর পরের বছরই তা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৯৯৮ সালে মারা যান ৫০ জন, ১৯৯৯ সালে ৮৬ জন এবং ২০০০ সালে এই সংখ্যা কিছুটা কম। সে বছর ৫৬ জন সাংবাদিককে বিভিন্নভাবে হত্যা করা হয়। ২০০১ সালে মারা যায় ৫৫ জন, ২০০২ সালে ৫৪ জন, ২০০৩ সালে ৬৪ জন। ২০০৪ সালে ৭৮ জন,, ২০০৫ সালে ৬৫ জন, ২০০৬ সালে ৭৮ জন ২০০৫ সালে ৬৫ জন, ২০০৬ সালে ১০০ জন, ২০০৭ সালে ৯৩ জন, ২০০৮ সালে ৬৬ জন, ২০০৯ সালে ১১০ জন এবং ২০১০ সালে মারা যান ১০১ জন সাংবাদিক। এর পরের কয়েক বছর সংখ্যাটি পাশাপাীশিই অবস্থান করে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এরই মধ্যে বহু সচেতনতা অধিকার আদায়ের ঘটনা ঘটে। কিন্তু সাংবাদিক হত্যা যেন নিজ গতিতে চলতেই থাকে। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় হিজম ইরাবত সিং এর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানান সিপিআই সমর্থকরা। ছবি- নিজস্ব।

পুরনো রূপ ফেলে সেজে উঠবে মিলেনিয়াম পার্ক

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সংস্কারের অভাবে এর ফলে দর্শক টানতে পিছিয়ে পড়ছে মিলেনিয়াম পার্ক। আট একর জমিতে অবস্থিত হওয়া সত্বেও কোন আধুনিকতার ছোঁয়া নেই এই পার্কে। সেই কারণেই হয়তো পর্যটক টানতে অন্যান্য পার্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দৌড়ে পিছিয়ে রয়েছে গঙ্গার তীরে ফেয়ারলি প্লেস ঘাট লাগোয়া দর্শনীয় স্থানটি। তবে আর দেরি না করে ফের পার্কটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চাইছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ।

মিলেনিয়াম পার্ক যে জায়গায় অবস্থিত সেই জায়গাটি পোর্ট ট্রাস্টের অধীনস্থ। সম্প্রতি কেএমডিএ চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবার মিলেনিয়াম পার্ক সংস্কারে নড়ে চড়ে বসবে কর্তৃপক্ষ।

সূত্রের খবর ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিশেষজ্ঞ সংস্থার সাহায্যে এই পার্কে আরো অত্যাধুনিক করে তোলা হবে। বাড়ানো হবে রাইডের সংখ্যা। উন্মুক্ত জিম, উন্নত খাবার ব্যবস্থা, বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যচিত্র, প্রযুক্তিনির্ভর খেলাধুলার ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে এই পার্কে। এছাড়াও যে বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে কাজ করানো হবে তাদের বাড়তি পরামর্শ মতো পার্ককে আরো রূপায়িত করা হবে বলেই কেএমডিএ সূত্রে খবর।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে আট একরের বেশি পটপট রাষ্ট্রের অধীনস্থ এই এলাকার উপর গড়ে উঠেছিল মিলেনিয়াম পার্ক। তখন থেকেই এই পার্কে দোলনা বাচ্চাদের জন্য বাম্পি কার এবং নৌকাবিহার ছাড়া আর তেমন কোনো সংস্কারের কাজ করা হয়নি। সেই কারণেই এই পার্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বছরের বিশেষ দিন গুলিতে দর্শক টানার নিরিখে অনেকটাই এগিয়ে থাকে ইকো পার্ক, চিড়িয়াখানা, নিকো পার্ক সহ অন্যান্য বিনোদনমূলক পার্ক গুলি। অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে ওই বিশেষ দিনগুলোতে যখন লক্ষাধিক ভিড় হয় এই মিলেনিয়াম পার্ক তখন পাঁচ হাজারের বেশি দর্শক টানতে পারে না। তাই আর দেরি না করে এবার এই পার্কে নতুন রূপে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগী হলো কেএমডিএ।

দরাজ হস্তে চাহিদা মেটানোর পথে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পাহাড়ের আধিবাসী উন্নয়ন বোর্ডের জন্য ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করার পাশাপাশি রাজ্যের নমঃ শুদ্র উন্নয়ন বোর্ডের জন্য বাড়তি ৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করে দিলেন। পাশা পাশি জোর দিলেন কৃষির ক্ষেত্রেও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরকন্যায় দ্বিতীয় দিনের প্রশাসনিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন।

এদিন উত্তরকন্যায় বসেছিল দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহার জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক। সেখানেই উত্তরবঙ্গের সফরের দ্বিতীয় দিনে কার্যত দরাজ হস্তে চাহিদা মেটানোর পথে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বর্ন ধান চাষ বাড়ানোর পাশাপাশি কাশফুলের চাষ করতেও উৎসাহ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে এইসব উন্নয়নের পাশাপাশি নাম না করেই বিজেপিকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করলেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় রাজবংশী ভাষার যে ২০০টি স্কুল রয়েছে সেগুলিকে দ্রুত রাজ্য শিক্ষা দফতরের তরফে স্বীকৃতি প্রদান করতে। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়েছেন উত্তরবঙ্গের অন্যতম লোকসংস্কৃতি ভাওয়াইয়া গানের যথাযথ সংরক্ষন ও তার প্রসারে। এই বিষয়ে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফেও মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়ে যে তাঁরাও এই গানের সংরক্ষনের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে চলেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী এদিন সব থেকে বড় পদক্ষেপ নেন জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লক ভেঙে নতুন বানারহাট ব্লক গঠনের প্রস্তাবে মৌখিক সম্মতি দিয়ে দেওয়ায়। ধূপগুড়ি ব্লকের উত্তর দিকের অংশ নিয়ে এই নতুন ব্লক গঠিত হতে চলেছে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রতিটি থানাতেও একটি করে বাংলা সহায়ক কেন্দ্র গড়ার বিষয়টিতেও যে প্রস্তাব এসেছিল তাতেও সম্মতি দিয়েছেন।

এটিএম থেকে উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ৩০সেপ্টেম্বর (হি. স.): দিনে দুপুরে এটিএম থেকে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার দুপুরে খাস কলকাতার প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় ঘটেছে ঘটনাটি। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএমমের কাঁচ ভাঙা দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। একই সঙ্গে তারা দেখেন ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এক ব্যক্তি। এই দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ পুলিশে ফোন করেন তাঁরা। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে অচৈতন্য ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই ব্যক্তি টাকা তুলতে এসেছিলেন। তখন দুষ্কৃতীরা তার ওপর হামলা চালায়। এই কর্মকান্ডের বাধা দিতে গেলে তার উপর আঘাত করে দুষ্কৃতীরা। ওই এটিএমের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল। পাশাপাশি আক্রান্ত ব্যক্তির খানিকটা সুস্থ হলে তার কাছ থেকে আরো বিশদে ঘটনাটি জানা যাবে বলে আশাবাদী তারা।

হাথরাস কাণ্ডে উদ্বিগ্ন অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডে ক্ষোভ উগরে দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।বুধবার নিজের টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রীর দাবি করেছেন যে গোটা ব্যবস্থাটাই নিগৃহীতাকে ধর্ষণ করেছে।

পরিবারের সম্মতি ছাড়াই ধর্ষিতার মৃতদেহকে মঙ্গলবার মধ্যরাতে তাড়াহুড়ো করে দাহ করে পুলিশ।এই ঘটনায় গোটা উত্তরপ্রদেশ সহ দেশজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।বুধবার নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিম অরবিন্দ কেজরিওয়াল টুইট বার্তায় লিখেছেন, ”হাথরাসের নিগৃহীতাকে প্রথমে ধর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা।গতকাল (বুধবার) তাকে ধর্ষণ করে গোটা ব্যবস্থা।

ছয়ের পাতায়

দলিত মেয়েরা প্রান্তিকের থেকেও প্রান্তিক, মত সমাজতাত্ত্বিকের

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ড এবং ধর্ষিতার মৃতদেহকে পরিবারের অমতে দাহ করা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে গোটা দেশজুড়ে। ইতিমধ্যে নিন্দায় সরব বিভিন্ন বিরোধী দলগুলি। কিন্তু দলিত নারীদের প্রতি উত্তর ভারতে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ অত্যাচারের ঘটনা নতুন কোন বিষয় নয়। গরিব হওয়ার পাশাপাশি দলিত হওয়ার কারণে নিগৃহীতার ওপর এমন দমন-পীড়ন নিয়ে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক তথা ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের (মহিলা বিভাগ) অধ্যাপিকা শময়িতা ঘোষ জানিয়েছেন, দিনের শেষে নিগৃহীতা একজন মেয়ে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের অবস্থান প্রান্তিক। দলিত এবং দরিদ্র হওয়ার ফলে তার অবস্থান প্রান্তিকের থেকেও প্রান্তিক। তার ওপর শোষণ এবং অত্যাচার দ্বিগুণ হারে হয়েছে। আর যদি নিগৃহীতা উচ্চবর্ণের হত তবে হয়ত তার ওপর এই ধরনের ঘটনা ঘটার প্রবণতা কম হত। নিগৃহীতা মরে যাওয়ার ফলে প্রমাণের অভাব তৈরি হতে পারে।

নির্ভয় কাণ্ডে গোটা দেশ যেভাবে সরব হয়েছিল হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডে তেমন কোনও হেলদোল সমাজে দেখা যাচ্ছে না। নির্ভয় ধর্ষণকাণ্ডের সময় ভারতের একাধিক বড় এবং ছোট শহরে নাগরিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডে যখন উচ্চবর্ণের চার দুর্বৃত্ত বছর ১৯ দলিত মেয়ের জিভ ছিড়ে, মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়ে গোটা শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করলো তখন গোটা দেশ আশ্চর্যজনকভাবে নীরব ছিল। ১৫ দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে গিয়েছে নিগৃহীতা। দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে ধর্ষণ কাণ্ড ঘটার আট দিন পরেও এফআইআর দায়ের করতে অনীহা দেখিয়েছিল পুলিশ। এমনকি শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়া সত্ত্বেও তাকে জেনারেল ওয়ার্ডে রেখে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে কি শহরাঞ্চলের কোন ধর্ষণ ঘটনা জনমানসে বেশি প্রভাব বিস্তার করে এই প্রশ্নের উত্তরে শময়িতা দেবী জানিয়েছেন, কিছুটা করে। তার মতে নির্ভয় ধর্ষণ কাণ্ডে ভীষণভাবে রাজনীতিকরণ করা হয়েছিল। সেখানে সংবাদমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বিগত অনেকদিন ধরে সংবাদমাধ্যম সুশান্ত সিং রাজপুতকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। নির্ভয়াকে ভারতের কন্যা বলে অভিহিত করে দেবীত্ব আরোপ করেছিল ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

ধর্ষকদের সাজা ফাসি হওয়া নিয়ে সম্প্রতি গোটা দেশজুড়ে বিতর্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, মেট্রো স্টেশনের মধ্যে যে ব্যক্তি নারীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করছেন সেও ধর্ষকদের ফাঁসি চাই বলে চিৎকার করে। একজন ধর্ষকের সাথে ওই ব্যক্তির হয়তো মাত্রাগত ফারাক থাকতে পারে। কিন্তু দুজনেরই লক্ষ্য এক।

উল্লেখ করা যেতে হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ড এবং পুলিশের আচরণ নিয়ে ইতিমধ্যে উষ্মা প্রকাশ করেছেন আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো থেকে শুরু করে দেশের অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এর পদত্যাগের দাবি করেছে কংগ্রেস। নিগৃহীতার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছে। দোষীদের সাজা দেওয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম।

কৃষি প্রসঙ্গে কংগ্রেসের নিন্দায় সরব রাধা মোহন সিং

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে গোটা দেশজুড়ে শাসন করার সময় কংগ্রেস কৃষকদের অন্ধকারে রেখে দারিদ্রতার মধ্যে থাকতে বাধ্য করেছে। তাই কংগ্রেসের নতুন কৃষি আইন ভাল লাগছে না। কংগ্রেসের এইসব নেতাদের শাসনকালে কৃষকদের অবস্থা খারাপ থেকে ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। শনিবার কৃষি আইনের বিরোধিতা করার জন্য দেশের অন্যতম প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই ভাষাতেই কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি রাধা মোহন সিং।

বুধবার রাধা মোহন সিং জানিয়েছেন, কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার প্রথম দিন থেকেই কৃষকদের উন্নতিকল্পে জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিজেপি সরকার। আকর্ষণীয় এবং চোখ ধাঁধানো ঘোষণার বদলে প্রথম দিন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য ছিল কৃষকদের ক্ষমতায়ন এবং কৃষি ক্ষেত্রের সমৃদ্ধি। নতুন কৃষি আইনের ফলে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হবে এবং তাদের সমৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে হবে। ২০০৪ সালে ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন রাষ্ট্রীয় কিষান আয়োগের স্থাপনা করা হয়। ২০০৬ সালে এই আয়োগ এর তরফ থেকে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য একাধিক সুপারিশ করা হয়েছিল। আগের কোন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের জন্য রাজকোষ থেকে ৭৫ হাজার কোটি টাকা কৃষকদের জন্য খরচ করেনি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সেটা করে দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনা এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে কৃষকরা। উল্লেখ করা যেতে পারে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য দিল্লি, হরিয়ানার কৃষক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কংগ্রেস। এবার পাল্টা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি।

কৃষি বিলের বিরুদ্ধে আরামবাগে তৃণমূলের পৃথক দুটি মিছিল

হুগলি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক বিরোধী কৃষি বিলের প্রতিবাদে হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দিলীপ যাদবের নেতৃত্বে ও আরামবাগ যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি মহা মিছিল হয়ে গেল। বুধবার বিকেলে চাদর বটতলা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বেশ কিছু এলাকা মিছিলটি ঘুরে শেষ হয়। এই মিছিলে হাজির ছিলেন, হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিলীপ যাদব সহ যুবনেতা রাজেশ চৌধুরী পলাশ রায় সহ আরো অনেকে। এদিন এই মিছিলে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক এই মিছিলে পা মেলান।

ছয়ের পাতায়

করোনায় মোট আক্রান্তের তুলনায় সক্রিয় আক্রান্তের হার কমছে ভারতে

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের তুলনায় সক্রিয় আক্রান্তের হার প্রতিনিয়ত কমে চলেছে। এর থেকে আশার আলো দেখছে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের আধিকারিকরা। গোটা দেশে মোট আক্রান্তের তুলনায় সক্রিয় আক্রান্তের হার মাত্র ১৫.১১ শতাংশ। ভারতে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯, ৪০, ৪৪১। পহলা আগস্ট এই হার ছিল ৩৩.৩২ শতাংশ। ৩০ সেপ্টেম্বর তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৫.১১ শতাংশে। দুই মাসের মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের হার অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। ভারতে বুধবার সুস্থ হয়ে ওঠার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩.৩৩ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ৮৬৪২৮। ভারতে এখনো পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫১, ৮৭, ৮২৫।

শুক্রবার থেকে সপ্তাহে দু'দিন শিয়ালদহ-পুরী স্পেশ্যাল

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শিয়ালদহ এবং ভুবনেশ্বরের মধ্যে চলাচলকারী স্পেশ্যাল ট্রেনের যাত্রাপথ সম্প্রসারণ করল ভারতীয় রেল। এবার থেকে ট্রেনটি ভুবনেশ্বরের বদলে যাবে পুরী পর্যন্ত। পুরী থেকে ফিরবে শিয়ালদহ। ২ অক্টোবর থেকে চালু হয়ে আপাতত সপ্তাহে দু'দিন চলবে শিয়ালদহ-পুরী স্পেশ্যাল। রেলের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অক্টোবর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার এবং শুক্রবার রাত ৮টার সময় স্পেশ্যাল ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। পরের দিন সকাল ৪ টে ৩৫ মিনিটে ট্রেনটি পুরীতে পৌঁছবে। এর ভাড়া হবে রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো।

বৃহস্পতিবার থেকে খুলছে ট্রেনের কিছু রিজার্ভেশন কাউন্টার

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার থেকে ট্রেনের কিছু রিজার্ভেশন কাউন্টার খুলে যাচ্ছে। আগামী উৎসবের মরশুমের কথা মাথায় রেখে এই ব্যবস্থা বলে জানিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ।

সূত্রের খবর, হাওড়া ডিভিশনের সব রিজার্ভেশন কাউন্টার খুলে যাচ্ছে। শিয়ালদহের গুরুত্বপূর্ন স্টেশন ছাড়া অন্য স্টেশনের রিজার্ভেশন কাউন্টার খোলা হবে না। কলকাতার ধর্মতলা ছাড়া অন্য সব কাউন্টার বন্ধই থাকবে। হাওড়ার সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার রাজীব রঞ্জন জানান, দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল বাড়ছে। টিকিটের চাহিদা বাড়ায় কাউন্টারগুলি খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্রের নীচে সুরঙ্গপথ, চার বছর আগে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ড. পাড়োয়াল, চিনের সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলায় তৎপর ভারত

গুয়াহাটি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সাধারণ জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য নয়, বরং চিনা আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ব্রহ্মপুত্রের নীচে উত্তর অসমের গহপুর এবং দক্ষিণ দিকের নুমলিগড়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে ১৪.৮৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সুরঙ্গপথ নির্মাণের তৎপরতা শুরু করেছে। ব্রহ্মপুত্রের নীচে সুরঙ্গপথ নির্মাণের প্রস্তাব চার বছর আগেই দিয়েছিলেন গুয়াহাটিতে কর্মরত বিআরও-র ইঞ্জিনিয়ার ড় শ্যামসুন্দর পাড়োয়াল। এদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার গত জুলাই মাসে গহপুর-নুমলিগড় সুরঙ্গপথ নির্মাণে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার পর বিরোধী দলগুলো একে যোরহাট-মাজুলি সংযোগকারী সেতু নির্মাণের জন্য গোলমেলে বিষয়কে উড়িয়ে দিয়ে জনগণের মধ্যে সুরঙ্গপথ নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রতিবেশী চিনের সম্ভাব্য আক্রমণ, আগ্রাসনের মোকামিলা করার জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রালয়ের অনুরোধে সুরঙ্গপথ নির্মাণের বিষয়টির ওপর চূড়ান্ত সিলমোহর মেরেছে কেন্দ্রীয় সরকার। চিন যদি বোমা ফেলে মধ্য অসমের তেজপুরের কলিয়া ভোমোরা সেতু, ডিব্রুগড়ের বগিবিল এবং তিনিসুকিয়ার ধলা-শদিয়া সংযোগকারী ড় ভূপেন হাজরিকা সেতু ধ্বংস হলেও যাতায়ত ব্যবস্থা যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রালয় ২০১৫ সাল থেকে বিকল্প হিসেবে সুরঙ্গপথ নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিচ্ছিল।

এমনিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রালয়ের অধীনে সীমান্তপথ সংগঠন (বিআরও) থেকে ২০১৬ সালে ব্রহ্মপুত্রের নীচে গহপুর থেকে নমুলিগড়কে সংযুক্ত করে সুরঙ্গপথ নির্মাণের জন্য জরিপের কাজ চালিয়ে আসছিল। বিআরও-র গুয়াহাটিতে লংকেশ্বরে অবস্থিত ইস্ট ডিভশনের প্রধান কার্যালয়ের তদান্তীন অতিরিক্ত অধিকর্তাপ্রধান ড় শ্যামসুন্দর পাড়োয়ালের নেতৃত্বে বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারের এক দল ২০১৬ সালে প্রস্তাবিত গহপুর-নুমলিগড় সংযোগকারী সুরঙ্গপথের চূড়ান্ত নকশা তৈরি করেছিল। এর পর নকশা সহ সুরঙ্গপথ নির্মাণে প্রস্তাবটি ড় শ্যামসুন্দর পাড়োয়াল প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে দাখিল করেছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে বিআরও-র ডিভিশনাল অতিরিক্ত অধিকর্তাপ্রধান পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ড় পড়োয়াল। চাকরি জীবনের ৩৬ বছরের মধ্যে ২৬ বছরই কার্যনির্বাহ করেছেন অরুণাচল প্রদেশ এবং অসমে। বিআরও-র পথ, সেতু এবং সুরঙ্গ নির্মাণের বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত ড় পাড়োয়াল সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশে চিন সীমান্ত সংযোগকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এমন-কি অরুণাচল প্রদেশের চিন সীমান্তের তাওয়াং পর্যন্ত, ওরাং থেকে মাজবাট হয়ে দুই লেনের পথ নির্মাণ, বালিপাড়া থেকে ভালুকপুং, টেংগা, বমডিলা, ডিরাং হয়ে (বিসিটি রোড) তাওয়াং পর্যন্ত দুই লেনযুক্ত পথ নির্মাণের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন।

অরুণাচল প্রদেশের বমডিলায় সুরঙ্গপথ সহ বাইপাস নির্মাণ প্রভৃতি প্রকল্পের কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ড় পাড়োয়াল চিনের আগ্রাসন রোধ করত হলে যাতায়ত ব্যবস্থা ব্যাহত না হওয়ার জন্য একটি সুরঙ্গপথ ব্রহ্মপুত্রের নীচে নির্মাণ করা অতি জরুরি বলে মনে করেছিলেন। জানা গেছে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী নভেম্বর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রস্তাবিত সুরঙ্গপথ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা প্রায় নিশ্চিত। উল্লেখ্য সুরঙ্গপথ নির্মাণের বিষয়টি সাধারণ জনগণের যাতায়াতের চেয়ে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরিযায়ী পাখির আগমন শুরু, নিধন বন্ধ করতে জাটিঙ্গা ও দৈহিং গ্রামে ১৪৪ ধারা জারি ডিমা হাসাও প্রশাসনের

হাফলং (অসম), ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পরিযায়ী পাখির নিধন বন্ধ করতে জাটিঙ্গা এবং দৈহিং গ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করেছে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন। সেপ্টেম্বর শেষ হতে না-হতেই ডিমা হাসাও জেলায় শুরু হয়ে গেছে দেশ বিদেশের পরিযায়ী পাখির আনাগোনা। জাটিঙ্গা ও রেটজলের কাছে দৈহিং গ্রামে শুরু হয়েছে দেশ বিদেশের পরিযায়ী পাখির আগমন। তাই এ সব পরিযায়ী পাখিকে শিকার বা জীবন্ত ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ।

জাটিঙ্গা গ্রাম এবং দৈহেং গ্রাম এলাকায় কোনও চোরা শিকারি যাতে পাখিদের বধ করতে না পারে তার জন্য ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুসারে জাটিঙ্গা ও দৈহিং গ্রাম এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে। ১৪৪ ধারার অধীনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাটিঙ্গা গ্রাম ও দৈহিং গ্রামে যেখানে পরিযায়ী পাখিরা আসে সেই সব এলাকায় হেলোজেন লাইট সহ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আলো বা দীর্ঘ খুঁটি লাগানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাছাড়া সংরক্ষিত এই এলাকায় কোনও ব্যক্তির ক্যাটিবলঅ্যায়ারগান নিয়ে প্রবেশও নিষিদ্ধ করছে জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ। জারিকৃত আইন অমান্য করে কেউ যদি পাখি শিকার বা জীবন্ত ধরে তা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। এদিকে শুধু জাটিঙ্গা বা দৈহিং গ্রামেই নয়, উমরাংসোতেও সাইবেরিয়া, ইউক্রেন, রাশিয়া থেকে এই সব পরিযায়ী ফ্যালকন পাখি আসতে শুরু করেছে।

প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই পরিযায়ী পাখি উমরাংয়োতে আসে এবং সেখানে দু মাস অবস্থান করে। ডিমা হাসাও জেলার বন বিভাগ এ সব পাখির সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা হাতে নেওয়ার পরও প্রাপ্ত তথ্য মতে, উমরাংয়োতে এই সব আমুর ফ্যালকন পাখির শিকার করে চলেছে কিছু চোরা শিকারি।

অন্যদিকে সেপ্টেম্বর শেষ হতে না-হতেই জাটিঙ্গা, দৈহিং এবং উমরাংসোতে দেশ বিদেশের বিভিন্ন রকমের পরিযায়ী পাখির আসা শুরু হয়ে যাওয়ার দরুন এবার এ সব পাখির সুরক্ষায় বন বিভাগ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বনরক্ষী বাহিনী জাটিঙ্গা, দৈহিং ও উমরাংসো এলাকায় তাদের টহলদারি জোরদার করে তুলেছে। যাতে এই সকল পরিযায়ী পাখির শিকার করতে না পারে চোরা শিকারিরা, ডিমা হাসাও জেলা বন বিভাগের এক সূত্র এই দাবি করেছে।

হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডে উদ্বিগ্ন কবি মন্দাক্রান্তা সেন

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কবি মন্দাক্রান্তা সেন। হাথরাসে দলিত কন্যার ওপর উচ্চবর্ণের নৃশংস বর্বরোচিত অত্যাচারের ঘটনা স্তম্ভিত গোটা দেশ। পরিবারের সম্মতি ছাড়াই মঙ্গলবার মাঝরাতে নিগৃহীতার মৃতদেহ দাহ করে পুলিশ। এমনকি এই ধর্ষণকাণ্ডে এফআইআর দায়ের করতে আট দিন সময় নেয় পুলিশ। নিগৃহীতা চিকিৎসাতেও গাফিলতি ছিল বলে দাবি করেছে বিরোধী দল কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি।

বুধবার বিশিষ্ট কবি মন্দাক্রান্তা সেন জানিয়েছেন, নারী বিদ্বেষী মনোভাব , নারীদের প্রতি বিকৃত লালসা, উচ্চবর্ণের জাত্যাভিমানের অহংকারের জন্য দলিত কন্যার প্রতি নৃশংসতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সমাজে বরাবরই নারীদের বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদের ঔদ্ধত্য। এই ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মেয়েটি যে ঘরে জন্মেছে এবং সে মেয়ে বলে তার ওপর এই নির্যাতন নেমে এসেছে। এখানে মেয়েটিকে যদি অন্য এক দলিত পুরুষ ধর্ষণ করতো তবে তাও সমানভাবে নিন্দিত এবং নক্কারজনক হত। কোন উচ্চবর্ণের নারীকে যদি কোন উচ্চবর্ণের ব্যক্তি ধর্ষণ করে সেটাও সমানভাবে নিন্দিত এবং নক্কারজনক। ঘটনায় আরেকটি দৃষ্টিকোণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদের ঔদ্ধত্য। মেয়েটির প্রতি চূড়ান্ত বিদ্বেষ থেকেই এই নক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে সম্প্রতি গোটা দেশজুড়ে দলিতদের উপর নির্যাতনের বাড়বাড়ন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং টিম গঠন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কিন্তু পরিবারের সম্মতি ছাড়াই নিগৃহীতাকে দাহ করা নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধী দলগুলো। এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন নাগরিক সমাজও।

বুধবার সিপিএম কর্মীসমর্থকরা আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

এই সময়ে বাড়িতে কারও জ্বর হলে যা করবেন

দেশে দিনে দিনে করোনাভাইরাসের সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। কাজেই সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সতর্ক হওয়ার সময় এখনই। কিন্তু এর মধ্যেই যদি বাড়িতে কারও জ্বর আসে কিংবা গলাব্যথা, কাশি দেখা দেয় তাহলে করণীয় কী, তা নিয়ে অনেকেই চিন্তায় রয়েছেন। বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে, করোনার সংক্রমণের পরীক্ষা হোক বা না-হোক এখন প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে অসুস্থ ব্যক্তিকে সবার থেকে আলাদা করে ফেলা। কিন্তু সেটা কীভাবে করবেন? আসুন এ সম্পর্কে নিয়মকানুনগুলো জেনে নিই।

১. অসুস্থ ব্যক্তিকে এমন একটি ঘরে রাখতে হবে, যা অন্য কেউ ব্যবহার করবেন না। ওই ঘরের সঙ্গে আলাদা টয়লেট থাকলে খুবই ভালো। খাওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা ছাড়া বাকি সময় কক্ষটি বন্ধই থাকবে। প্রয়োজনীয় খাবার ও জিনিস দরজার কাছে রেখে দূরে সরে যেতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তি দরজা খুলে তা সংগ্রহ করবেন।

২. অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দেশে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা সম্ভব না---ও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি বা দুটি ঘরে অনেক মানুষ বসবাস করে। এমন পরিস্থিতিতে সবাইকে এমনভাবে থাকতে হবে, যেন অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে কমপক্ষে ৩ ফুট বা ১ মিটার দূরত্ব বজায় থাকে। সেবাদানকারী ব্যক্তি একটানা ১৫ মিনিটের বেশি অসুস্থ ব্যক্তির কাছাকাছি অবস্থান করবেন না।

৩. রোগীর ব্যবহার্য জিনিসপত্র, জামাকাপড়, তোয়ালে-গামছা সব আলাদা করে ফেলতে হবে। এগুলো আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই পরিষ্কার করবেন এবং পরিষ্কার করার সময় কমপক্ষে ৩০ মিনিট ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুতে হবে। পরিষ্কার করার সময় গ্লাভস ব্যবহার করতে পারলে ভালো হয়।

৪. রোগী এবং ঘরে অবস্থানকারী প্রত্যেকেই মাস্ক ব্যবহার করবেন।

৫. যদি আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা না যায়, তাহলে ব্যবহারের পর রোগী নিজেই টয়লেট জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন, কমোডের ঢাকনা বন্ধ করে ফ্ল্যাশ করবেন এবং টয়লেটের একজস্ট ফ্যান চালিয়ে রাখবেন। রোগীর ব্যবহারের কমপক্ষে ৩০ মিনিট পর অন্যরা টয়লেট ব্যবহার করবেন।

৬. আক্রান্ত ব্যক্তি হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় অবশ্যই টিস্যু দিয়ে নাক-মুখ ঢাকবেন এবং নিজের সব বর্জ্য একটা পলিথিনের ব্যাগে মুড়ে ঢাকনা দেওয়া বিনে ফেলবেন। পলিথিনের ব্যাগটি রোজ মুখ বন্ধ করে নিজেই ঘরের বাইরে রেখে দেবেন। অন্যরা সেই ব্যাগটি বাইরে ময়লার বালতিতে ফেলার সময় গ্লাভস ব্যবহার করবেন ও স্পর্শ করার পর হাত ধুয়ে ফেলবেন। ৭. আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিচর্যা করার আগে-পরে হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুতে হবে। যতটা সম্ভব কাছে না গিয়ে পরিচর্যা করতে হবে। বাড়িতে পর্যাপ্ত ঘর না থাকলে অথবা পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হলে কিংবা পরিবারে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি থাকলে জ্বরের রোগীকে সরকার নির্ধারিত আইসোলেশন সেন্টারে নিয়ে রাখা যেতে পারে। রোগী বাড়িতে থাকলে চিকিৎসকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র নিন।

যা খেলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের এই সময়ে নানা ধরনের ভিটামিন-মিনারেল বড়ি খাওয়ার হিড়িক পড়েছে। কিন্তু গবেষকেরা বলছেন, এমন কোনো জাদুকরি খাবার বা বড়ি নেই, যা খেলে করোনার সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সামাজিক দূরত্ব, বারবার হাত ধোয়া আর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই এ ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র।

তবে এটাও ঠিক যে, সঠিক সুষম ও পুষ্টিকর খাবার যেকোনো রোগ, বিশেষ করে সংক্রামক রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায়। বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই নানা ধরনের ফ্লু আর নিউমোনিয়ার সঙ্গে লড়ার জন্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছেন। ভিটামিন সি, ডি, ই এবং খনিজের মধ্যে জিংক, সেলেনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগে। তার মানে এই নয় যে এগুলোর সাপ্লিমেন্ট খেলে আপনি নিরাপদ থাকবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রশাসন বলছে, রোগ প্রতিরোধ করতে বাজারের সাপ্লিমেন্ট কাজে আসবেএমন দাবির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ভিটামিন সি নিয়ে ইতিমধ্যে চীনে দুটি গবেষণা হয়েছে আর জিংক নিয়ে গবেষণা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ইনস্টিটিউটে (এনআইএইচ)। এসব গবেষণায় কিছুটা উপকার দেখা গেলেও এগুলো রোগীর শারীরিক অবস্থার উন্নতিতে কতটা কার্যকর, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

তবে গবেষকেরা এ-ও বলছেন, সাপ্লিমেন্ট বা বড়ির বদলে এই মুহূর্তে বাড়িতে স্বাস্থ্যকর ভিটামিন, খনিজসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত সবার। তাই বলে কোনো কিছুই অতিরিক্ত খাওয়া চলবে না।

বয়োবৃদ্ধ, রোগী, হজমের গোলমাল রয়েছে কিংবা কিডনি জটিলতা আছে, এমন ব্যক্তিরা ভিটামিন বা মিনারেল সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন। যারা এ মুহূর্তে ঘরবন্দী এবং ঘরে রোদ পান না, তাঁরা ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন। এবার জেনে নেওয়া যাক, কোন খাবারে কোন ভিটামিন ও খনিজ উপাদান পাওয়া যায়।

ভিটামিন এ এবং বিটা ক্যারোটিন: মিষ্টিকুমড়া, স্কোয়াশ, গাজর, মিষ্টি আলু, পাতাওলা শাক এবং আম।

ভিটামিন সি: সাইট্রাস ফল (লেবু বা টকজাতীয় ফল), স্ট্রবেরি, ক্যাপসিকাম, কাঁচা মরিচ, টমেটো।

ভিটামিন ই: উদ্ভিজ্জ তেল, বাদাম, শস্যজাতীয় খাবার।

সেলেনিয়াম: ডিম, মাশরুম, পালংশাক, মুরগির মাংস।

ভিটামিন ডি: কলিজা, ডিমের কুসুম, দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবার, যেমন দই।

এ ছাড়া সামুদ্রিক মাছ, যেমন স্যামন, টুনা, সার্ডিন মাছেও ভিটামিন ডি রয়েছে। সূর্যরশ্মিতে শরীরে প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি তৈরি হয়। তাই ঘরবন্দী থাকলেও বারান্দায় বা উঠোনে গিয়ে ত্বকে রোদ লাগানোর চেষ্টা করুন।

ডায়াবেটিস রোগীদের ব্যায়াম

ডায়াবেটিসের রোগীদের করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশি। আবার তাঁরা আক্রান্ত হলে জটিলতা ও মৃত্যুর ঝুঁকিও অপেক্ষাকৃত বেশি। বিশেষ করে যাঁদের ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত, তাঁদের ঝুঁকি অন্য ডায়াবেটিস রোগীদের চেয়ে বেশি। তাই এ সময় এই রোগীদের খুবই সাবধানে থাকতে হবে। বাইরে যাওয়া যতটা সম্ভব এড়াতে হবে। এদিকে বাইরে যাওয়া বন্ধ থাকায় ব্যায়ামও প্রায় বন্ধ। এতে আবার ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। সেগুলো হলো

১. প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়ম করে বাসায় হাঁটুন।

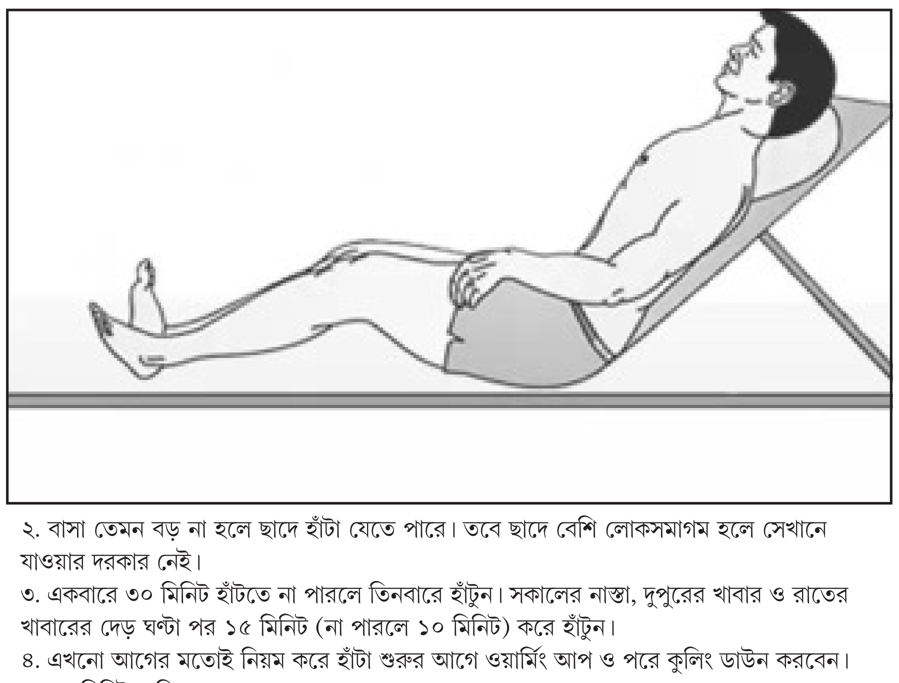

২. বাসা তেমন বড় না হলে ছাদে হাঁটা যেতে পারে। তবে ছাদে বেশি লোকসমাগম হলে সেখানে যাওয়ার দরকার নেই।

৩. একবারে ৩০ মিনিট হাঁটতে না পারলে তিনবারে হাঁটুন। সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার ও রাতের খাবারের দেড় ঘণ্টা পর ১৫ মিনিট (না পারলে ১০ মিনিট) করে হাঁটুন।

৪. এখনো আগের মতোই নিয়ম করে হাঁটা শুরুর আগে ওয়ার্মিং আপ ও পরে কুলিং ডাউন করবেন। ৫-১০ মিনিট খালি হাতের ব্যায়াম করুন।

৫. যাঁদের পক্ষে সম্ভব ট্রেডমিল মেশিন, ঘরে ব্যবহারযোগ্য সাইকেলে ব্যায়াম করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ২০ মিনিটের ব্যায়ামই যথেষ্ট।

৬. দেয়াল বা কোনো বড় শক্ত কাঠামোর বিপরীতে হাত ও পা দিয়ে চাপ দিয়ে কয়েক সেকেন্ড শরীরের ওজন ধরে রাখুন (রেজিসস্ট্যান্স এক্সারসাইজ)।

৭. কম বয়সীরা দড়ি লাফ (দিনে ৩০০ বারের মতো) দিতে পারেন।

৮. অস্থিসন্ধির (জয়েন্ট) নড়াচড়ার ব্যায়াম করতে হবে (যেমনহাঁটু বাঁকা ও সোজা করা, কোমর, ঘাড়, গোড়ালি, কনুইয়ের ব্যায়াম ইত্যাদি)।

এ সময় যে বিষয়গুলোয় সতর্ক থাকবেন

৯. এ সময় বাড়ির বাইরে হাঁটা একদম নিষেধ।

১০.পাবলিক ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল, খেলার মাঠ ইত্যাদি জায়গায় যাওয়া চলবে না।

১১. রোজ নির্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম করুন। কোনোদিনই যেন বাদ না পড়ে। একদিন হঠাৎ করে অনেক বেশি সময় ব্যায়াম করবেন না।

১২. অসুস্থ হলে, জ্বর বা ডায়রিয়া হলে ব্যায়াম বন্ধ রাখুন।

চিন্তা এখনই ঝেড়ে ফেলুন

ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধজয়ী পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন ব্লগার ও লেখক র‍্যাচেল ইয়াহনে ১০টি ক্ষুদ্র দুশ্চিন্তার কথা তুলে ধরে তা থেকে মুক্তির উপায় বলেছেন। বলেছেন জীবনকে আনন্দময় করে তোলার কৌশল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'হাফপোস্ট'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন এখানে তুলে ধরা হলো:সকালে ব্যাংকে গিয়ে বিদ্যুৎ বিল জমা দিতে হবে। কাল ঘরের জন্য কিছু বাজারও করা দরকার। কোনটা আগে করলে সুবিধা হয়বাজার নাকি ব্যাংকে যাওয়া। নাকি সকালে বাজার বাদ দেবেন। নাকি ব্যাংকে যাওয়াই বাদ দেবেন! আগের দিন রাত থেকেই মনে মনে এই হিসাব কষতে কষতে সিদ্ধান্তহীনতা নিয়েই ঘুমাতে গেলেন। সকালে ঘুম ভেঙেও কিছুক্ষণ এ নিয়ে ভাবলেন। মাঝেমধ্যে বিরক্ত হন এই ভেবে যে বড় বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে এসব 'আজাইরা টেনশন' এসেও ভর করে। কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি স্ট্যাটাস দিলেন, তাতে কোনো একজন আপনাকে খোঁচা মেরে একটি মন্তব্য করলেন। আর ওই একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দিনভর আপনার মেজাজ বিগড়ে রইল। আপনার এই 'আজাইরা টেনশনকে' সত্যিকারভাবে বিশেষজ্ঞরাও 'আজাইরা টেনশন' বা 'ফালতু চিন্তা' বলছেন। তবে তাঁরা এটাকে পরিশীলিত ভাষায় বলছেন 'সিলি স্ট্রেসেস'। তাঁদের ভাষায়, এই দুশ্চিন্তাগুলো প্রকৃত অর্থে অসম্ভব রকমের সাধারণ ও ক্ষুদ্র। তাই খুব সহজে এগুলো এড়ানোও সম্ভব। আপনার প্রতিদিনের দায়িত্ব খুব ভালোভাবেই পালন করতে পারেন এসব দুশ্চিন্তাকে সরিয়ে। এর জন্য দরকার শুধু আপনার ইচ্ছাশক্তি।

ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন ব্লগার ও লেখক র‍্যাচেল ইয়াহ ১০টি ক্ষুদ্র দুশ্চিন্তার কথা তুলে ধরে তা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় বলেছেন

সময় সময়ের নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য আপনি সব সময় লড়াই করে চলেছেন। এর চেয়ে বরং এগিয়ে চলুন। অতীতে যা হয়েছে, তা ঝেড়ে ফেলুন, সেসব আপনার জন্য ভালো কিছু বয়ে আনে না। সময়ের মোহ আমাদের অযাচিত প্রত্যাশায় ডুবিয়ে রাখে (বিশেষ করে বয়স হচ্ছে এমন নারীদের) এবং এটা আমাদের ন্যূনতম ক্ষমতায়িতও করে না।আপনার মূল্য

আপনি সব সময় নিজেকে বলে যান যে আপনার কোনো দাম নেই। এই একটি ভাবনার কারণে আপনি ভালোবাসা, সফলতা, অর্থএসব কোনো কিছুতেই নিজের মূল্য আছে, এই বোধ পান না। এসব চিন্তা থেকে দূরে থাকুন। এটা আপনাকে আঘাতই করে শুধু। তুলনা

আপনার আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে মাটি করার সবচেয়ে বড় ঘাতক হলো তুলনা। এর বিরুদ্ধে লড়াই করার সহজ একটি উপায় হচ্ছে নিজেকে, নিজের জীবন এবং নিজের উপহারগুলোকে অনন্য ধরে বিবেচনা করা। অন্য কারও কিছু নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজের সেরাটা নিয়ে ভাবুন।

স্বত্ব যখন ছোট ছিলাম, মায়ের দেওয়া পোশাক 'বিশেষ উপলক্ষের' জন্য যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। আমি বড় হয়ে গেলাম। কিন্তু পোশাকটি পরার সেই উপলক্ষ আর এল না। তাই কোনো কিছু ধরে রাখার জন্য এত কষ্ট করবেন না। যখন যা থাকবে, তা নিয়ে আনন্দ করুন। আরেকটি বিষয় মনে রাখবেন, আপনি অন্যকে যা দিতে চান, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিজের অধিকারে থাকতে পারে না।

সৌন্দর্য নিজেকে সুন্দর ভাবতে আমরা সবাই ভালোবাসি। এতে দোষের কিছু নেই। তবে চেহারার চেয়ে আপনার অনেক কিছু দেওয়ার আছে এই পৃথিবীকে। তাই আপনার চেহারা ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে মানুষ কী ভাবছে, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে চিন্তা করার জন্য।

উপার্জন এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, ব্যাংকে রাখা অর্থগুলো দেখে আসার জন্য আপনার সব সময় ব্যয় করে ফেলবেন না। একই কথা প্রযোজ্য যদি ব্যাংকে আপনার অর্থ না থাকে। আপনি সব সময় অর্থ থাকা নিয়ে বা অর্থ না থাকা নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করে ফেলতে পারেন না। অর্থের প্রতি মোহ আমাদের জীবনের সাধারণ আনন্দ দেখার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

অতীত

অতীত বাস্তব নয়, এটা আপনার সামনে নেই। তাই অতীত নিয়ে আর ভাববেন না। এটাকে ভয় পাওয়া বন্ধ করুন। এটার অজুহাতে কোনো ঝুঁকি নেওয়া, কাউকে ভালোবাসা দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখাও বন্ধ করুন। নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করুন।

ভয়

সব দুশ্চিন্তাই মূলত ভয়ে মোড়ানো। এই ভয় দুশ্চিন্তাগুলোকে আরও আতঙ্কিত ও শক্তিশালী করে তোলে। ভয় সেখানে থাকবেই, তাতে কী? ভয় থাকলে সেটির চারপাশ ঘিরেই কাজ করুন। থেমে যাবেন না।

জনপ্রিয়তা

ফেসবুকে ফটো দেওয়ার পর লাইক গোনা বন্ধ করুন। আপনি প্রকৃতভাবে অন্য মানুষদের মধ্যে কীভাবে অনুভূতি তৈরি করেন সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করুন। বিশ্বকে যা পরিবর্তন করে তা খুব কমই জনপ্রিয় হয়। আপনাকে নিজেকেই বাইরে বের হতে হবে। যদি আপনি কিছু করতে চান, সেটা লোকজন অপছন্দ করলেও করতে হবে।

শরীর

শারীরিক আকার-আকৃতি, শক্তিমত্তা, খুঁত...এসবই আমাদের নিরাপত্তাহীনতা। যদি একজনের বেড়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে (১৭ বছর) তাঁকে কেমোথেরাপির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, এ কারণে চুল পড়ে ন্যাড়া হতে হয়, তাহলে তার করার কী আছে!

বিপরীতে যদি আপনার শরীরের কোনো একটি অংশ যদি সচল থাকে এবং তা আপনাকে পৃথিবীর একটি মুহূর্তও উপভোগ করার সুযোগ দেয়, তাহলে আপনাকে বলা যায় সৌভাগ্যবান। এ মুহূর্তে আপনার যে দেহ আছে, সেটি আপনার। জীবনে এটি আপনি একবারই পান। তো নিজের দেহ নিয়ে লজ্জা পাওয়া বন্ধ করুন। এটাকে সম্পদ ভাবুন।

ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধজয়ী র‍্যাচেল ইয়াহনের এই ভাবনাগুলো আপনি নিজের ওপর প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। নিঃসন্দেহে তা আপনাকে উপকৃত করবে।

করোনা সংকট: মানসিক উদ্বেগের সেবা দিচ্ছে 'মনের যত্ন মোবাইলে'

কোভিড-১৯ মহামারিতে নাগরিকদের জরুরি মানসিক সেবা দিতে ব্র্যাক, সাইকোলজিক্যাল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস ক্লিনিক (পিএইচডব্লিউসি) এবং মানসিক সহায়তা হেল্পলাইন কান পেতে রই একটি টেলিকাউন্সেলিং প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। 'মনের যত্ন মোবাইলে' নামের এই মঞ্চ থেকে এখন কোভিড-১৯-এর কারণে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও হতাশায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা সেবা পাবেন। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্র্যাকের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানান হয়েছে।

আজ এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

উদ্যোক্তারা জানান, এই সেবা চালু থাকবে দেশজুড়ে। নভেল করোনাভাইরাসজনিত মহামারির কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত যে কেউ এই সেবা নিতে পারবেন। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ০১৭০৯-৮১৭১৭৯ হটলাইন নম্বরে টেলিফোন করলেই সরাসরি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পাবেন ভুক্তভোগী মানুষ। বিশেষজ্ঞরা সরাসরি তাঁদের প্রয়োজনীয় মতামত ও পরামর্শ দেবেন।

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ইরাম মারিয়াম বলেন, 'কোভিড-১৯ সংকটে অনেকেই মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন। লকডাউন, অনেক দিন ঘরবন্দী থাকা বা সামাজিক দূরত্বের নিয়মকানুন মানতে গিয়ে অনেকের ওপরই মানসিক চাপ পড়ছে। অনেকে আছেন চাকরি বা উপার্জন হারানোর আশঙ্কায়। 'মনের যত্ন মোবাইলে'-এর প্ল্যাটফর্ম তাঁদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

উদ্যোক্তারা আরও বলেন, চলমান মহামারিতে হাসপাতাল বা সেবাকেন্দ্রে গিয়ে অনেকেই মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারছেন না। সারা বিশ্বেই এখন টেলিফোনে স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। 'মনের যত্নমোবাইলে' পেশাদার ও আস্থাভাজন টেলিকাউন্সেলররা সরাসরি ফোন ধরবেন। তাঁরা (উদ্যোক্তারা) আশা করছেন সহানুভূতিশীল আচরণ, খোলামেলা আলোচনা এবং গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকারের দরুন সবাই নিঃসংকোচে কথা বলতে পারবেন। তাঁরা বিদ্যমান অসুবিধা ও চাপ কাটিয়ে ওঠার জন্য দরকারি পরামর্শ, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম বা অনুশীলনের দিকনির্দেশনাও দেবেন।

মোবাইল ফোনে এই সহায়তা সেবা দেওয়ার জন্য থাকছেন ২৮ জন মনোবিদ (সাইকোলজিস্ট) ও পরামর্শদাতা (কাউন্সেলর)। এঁদের প্রত্যেকেই সাধারণ মনোবিজ্ঞান, কাউন্সেলিং সাইকোলজি এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। উদ্যোক্তারা জানান, নারী বা পুরুষ হোক, তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন, এই প্ল্যাটফর্মে ফোন দেওয়ার পর তিনি সামান্য হলেও চাপ কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হতে পারবেন। এখানে ফোনদাতাদের কারওর ইতিমধ্যে কোভিড-১৯-এর লক্ষণ প্রকাশ পেলে কিংবা অধিকতর জটিল মানসিক চাপ থাকলে তাঁকে সরকার অনুমোদিত অন্য সেবাদান প্রক্রিয়ায় রেফার করা হবে।

বন্ধ স্থলবন্দর খুলে দিতে ভারতকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুরোধ

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ৩০।।করোনাভাইরাস মহামারির কারণে বন্ধ থাকা বাংলাদেশের সাথে ভারতের স্থলবন্দর খুলে দিতে ভারতকে অনুরোধ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, এতে দুইদেশের নাগরিক সড়কপথে সহজে যাতায়াত করতে পারবে।

বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বিদায়ী সাাৎ করতে গেলে তিনি এই অনুরোধ করেন। এছাড়াও, ড় মোমেন মুজিবনগরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায় দুই কিলোমিটার স্বাধীনতা সড়ক উন্মুক্ত করতেও ভারতকে অনুরোধ করেছেন। স্বাধীনতা সড়ক উন্মুক্ত করা হলে ভারতের পর্যটকরা সহজে ঐতিহাসিক মুজিবনগর পরিদর্শন করতে পারবে বলে জানান তিনি। এসময় তিনি ভারতীয় "লাইন অব ক্রেডিটের" আওতায় নির্মিতব্য বিভিন্ন প্রকল্প সময়মত সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ড় মোমেন ষষ্ঠ জেসিসি এর মন্ত্রী পর্যায়ের সভা সফলভাবে শেষ হওয়ায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এস জয়শঙ্করকে ধন্যবাদ জানান।

করোনা আক্রান্ত থিয়াগো আলকান্তারা

লিভারপুল, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন থিয়াগো আলকান্তারা। প্রিমিয়র লিগ চ্যাম্পিয়ন ক্লাবের পক্ষ থেকে নবাগত তারকা মিডফিল্ডারের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবরটি অনুরাগীদের জানানো হয়েছে।

লিভারপুলে যোগ দেওয়ার পর গত সপ্তাহে চেলসির বিরুদ্ধে রেডস'দের জার্সি গায়ে অভিষেক হয় এই স্প্যানিয়ার্ডের। ওই ম্যাচে ব্লুজ'দের ২-০ গোলে পরাজিত করে ক্লপের দল। তবে সোমবার আর্সেনালের বিরুদ্ধে ৩-০ জয়ের ম্যাচে মাঠে দেখা যায়নি গত মরশুমে বায়ার্নের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের অন্যতম কান্ডারিকে। আপাতত স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ম মেনে ১০ দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে আলকান্তারাকে। সম্প্রতি প্রিমিয়র লিগের ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে ১৫৯৫ জনের শরীরে করোনা পরীক্ষা করা হয়। যার মধ্যে ১০ জনের আক্রান্ত হওয়ার কথা জানায় প্রিমিয়র লিগ কর্তৃপক্ষ। লিভারপুল টিম চিকিৎসক জিম মক্সন জানিয়েছেন, 'থিয়াগো সুস্থ আছে। তবে আমাদের সমস্ত প্রোটোকল মেনে চলতে হবে। গাইডলাইন মেনে থিয়াগো এখন সেলফ আইসোলেশনে থাকবে। আশা করবো খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে।'

দেশ কাঁপানো চিকিৎসক ডা. দেবেন দত্ত হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ৫ অক্টোবর

যোরহাট (অসম), ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়ক এমালগেমেটেড প্ল্যান্টেশন প্রাইভেট লিমিটেডের চা বাগানে উত্তেজিত শ্রমিকদের দলবদ্ধ হামলায় ডা. দেবেন দত্ত হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় আগামী ৫ অক্টোবর দেবে যোরহাট জেলা ও দায়রা আদালত। ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট সমগ্র দেশ কাঁপানো টিয়ক চা বাগানের হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক দেবেন দত্তকে দলবদ্ধভাবে হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এক বছর এক মাসের মাথায় আজ বুধবার লোমহর্ষক ওই ঘটনার চূড়ান্ত রায় দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্যকারণে ৫ অক্টোবর রায় দানের পরবর্তী দিন ধার্য করেছে আদালত।

যোরহাট জেলা ও দায়রা আদালতে চলমান এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে মোট ৩২ জনকে অভিযুক্ত করে ২০ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা দিয়েছিল পুলিশ।

এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত বছরের ৩১ আগস্ট উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়কে এমালগেমেটেড প্ল্যান্টেশন প্রাইভেট লিমিটেডের চা বাগান হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. দেবেন দত্তকে উন্মত্ত শ্রমিকের এক দল নৃশংসভাবে পিটিয়ে এবং শরীরের নাড়ি কেটে মেরে ফেলেছিল। ওই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে এবং সহকর্মী প্রয়াত ডা. দত্তের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে ওই বছরের ৩ সেপ্টেম্বর ডা. শান্তনু সেন নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল এখানে এসেছিল। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার খোঁজ নিয়েছিলেন ডা. শান্তনু সেন নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল।

এছাড়া ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের অসম শাখা সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে ৩ সেপ্টেম্বর ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট পালন করছেন। ওইদিনের ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ইএসআইসি-র হাসপাতাল-ডিসপেনসারি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র প্রভৃতির ডাক্তাররা।

পুলিশের এসআই পদে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কং-এর বিক্ষোভ, আটক প্রদেশ সভাপতি রিপুন, রকিবুলরা, নাটক আখ্যা বিজেপির

গুয়াহাটি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই) পদে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করতে গিয়ে আটক হয়েছেনে কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক রকিবুল হুসেন, নয়া-কংগ্রেসি বাবু বরুয়ারা। তাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে নাটক আখ্যা দিয়ে তা বন্ধ করতে বলেছে বিজেপি।

আজ বুধবার দিশপুরে মানবেন্দ্র শর্মা কমপ্লেক্স-এ এসআই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসজনিত কেলেংকারির উচ্চস্তরের তদন্ত দাবি করে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করেছিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা মানবেন্দ্র শর্মা কমপ্লেক্স থেকে রাজপথে বেরিয়ে আসার সময় পুলিশ প্রথমে ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের বাধা দেওয়াক চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যারিকেড ভেঙে রাজপথে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তথা রাজ্যসভার সদস্য রিপুন বরা এবং তার পর যথাক্রমে রকিবুল হুসেন, বাবু বরুয়া সহ শতাধিক কংগ্রেস কর্মীকে আটক করে পুলিশ কাহিলিপাড়ায় অবস্থিত চতুর্থ আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়ন কার্যালয়ে নিয়ে যায়।

বিক্ষোভস্থলে সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা বলেন, তাঁরা সিআইডিকে বিশ্বাস করেন না, সিবিআইকে নয়। কেননা সিবিআই বিজেপি সরকারের হাতের পুতুল। তাই উচ্চ আদালতের কোনও বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি দাবি করছেন তাঁরা। গোটা কেলেংকারির বিচারবিভাগীয় তদন্ত কংগ্রেস চাইছে বলে জানান রিপুন বরা। এছাড়া, রাজ্য গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে পদত্যাগের দাবিও তুলেছেন কংগ্রেসি প্রতিবাদকারার।

এদিকে প্রদেশ বিজেপি কংগ্রেসের এ ধরনের কর্মসূচিকে নাটক বলে আখ্যা দিয়েছে। কেননা, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর কোনও অভিযোগ দাখিল হয়নি। অথচ ঘটনার মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে এসআই পদে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপে ঘটনার দ্রত তদন্ত চলছে। এখন পর্যন্ত ১৪ জলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সংগঠিত কেলেংকারির বিরুদ্ধে যে অভিযান চলছে তা কংগ্রেস আমলে স্বপ্নেও কেউ কল্পনা করতে পারেননি।

নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠক তৃণমূলের নেতাকর্মীদের

ঝাড়গ্রাম, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিধানসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলহলের ঝাড়গ্রাম জেলাকে পাখির চোখ করে দেখছে শাসক দলের নেতাকর্মীরা। তাই ইতিমধ্যে কোমর বেঁধে রাজনৈতিক ময়দানে নেমে পড়েছে তৃণমুল। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক রণকৌশল ঠিক করতে শুরু করেছে। বুধবার যুব তৃণমুলের নেতাকর্মীরা ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে লোধাশুলিতে পথের সাথী লজে এক বৈঠক করেন যুব তৃণমুলের জেলা ও রাজ্য স্তরের নেতাকর্মীরা।

এদিনের এই বৈঠকে দলের নির্দেশ মেনে চলা ও সবাইকে এক সাথে নিয়ে চলার বার্তা দেন জেলা ও রাজ্য স্তরীয় নেতাকর্মীরা। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম জেলা যুব তৃণমুলের সভাপতি শান্তনু ঘোষ, জেলা তৃণমুল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সৌমনাথ মহাপাত্র ও দুর্গেশ মল্লদেব, বিনপুরের বিধায়ক খহেন্দ্র নাথ হেম্ব্রম, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক চুড়ামণি মাহাত, জেলা তৃণমুলের মহিলা সেলের সভানেত্রী অনুশ্রী কর, জেলার দুই মুখপাত্র উমা সরেন ও সব্রত সাহা সহ জেলা ও ব্লক নেতৃত্বরা। কৃষি বিল নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক জোট হয়ে জেলার ব্লকে ব্লকে জোরদার মিটিং মিছিল সংগঠিত করার ডাক দেন জেলা নেতৃত্বে।পাশাপাশি বিধানসভা নির্বচনের আগেই জেলার সমস্ত ব্লক,অঞ্চল স্তরে সংগঠনকে আরো শক্তীশালী করার লক্ষ মাত্র দেওয়া হয়েছে দলের নেতা কর্মীদের। আর সব স্তরে দলীয় কর্মসুচিকে এগিয়ে যাওয়া কথা বলেন।

উল্লেখ্য কিছুদিন আগেই ঝাড়গ্রাম জেলার জন্য নতুন জেলা কমিটি শহরের একটি বেসরাকারী লজে একটি বৈঠক করেছিলেন। এবার নতুন জেলা যুব তৃণমুলের নেতাকর্মীরাও বিধান সভা নির্বাচনের আগে সবার সাথে আলাপচারীতা করে এক সাথে চলার বার্তাদেন। উল্লেখ্য গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম জেলায় বিজেপি অনেক গুলি গ্রামপঞ্চায়েতে ক্ষমতা দখল করেছে।লোকসভা নির্বাচনে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়ে ঝাড়গ্রাম লোক সভা আসন নিজেদের ঝুলিতে পুরেছে।সব মিলিয়ে জেলায় গেরুয়া শিবিরের হাওয়া বইছে।সেই হওয়ার গতিকে আটকাতে নতুন জেলা কমিটি তাদের প্রথম জেলা মিটিংএ সংগঠন জোরদার করার উপর জোর দিচ্ছে। এই বিষয়ে রাজ্য যুব তৃণমুল কংগ্রেসের সহ সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা বলেন " জেলা কমিটি গঠিত হওয়ার পর আমাদের প্রথম বৈঠক। এদিন সবার সাথে আলাপচারীতা করা হয়। সবাইকে সংঙ্ঘবদ্ধভাবে দলের সকলকে নিয়ে চলার বার্তা দেওয়া হয়েছে। দলের নির্দেশ মেনে চলার কথা বলা হয়েছে কেন্দ্র সরকার কৃষকদের মেরে ফলতে চাইছে।বর্বর একটি কৃষি বিল পাশ করেছে।এর বিরুদ্ধ আমাদের প্রতিটি ব্লকে হবে কর্মসূচি।

প্রসেনজিতকে জন্মদিনে শুভেচ্ছাবার্তা টলি পরিবারের

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আজ টলিউডের সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। ৫৮ বছর বয়স হল তাঁর। সমস্ত বয়সী অভিনেতাদের কাছেই তিনি বুম্বাদা নামে পরিচিত। বুধবায় ওঁরা অনেকেই টুইটে শুভেচ্ছা জানালেন বুম্বাদা-কে।

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত লিখেছেন, শুভ জন্মদিন প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়। ভগবান তোমার সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করুক। অভিবনন্দন! এই বছরই আমাদের ছবি শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ ২০ বছর পূর্ণ করল। আশা করি আপনি সুস্থ থাকবেন।

অনির্বান ভট্টাচার্য লিখেছেন, ইন্ডাস্ট্রির জন্মদিন। শুভ জন্মদিন বুম্বাদা। মিমি চক্রবর্তী লিখেছেন, হ্যাপি বার্থডে বুম্বাদা। আপনার সুস্থ থাকুন এবং সকলকে এভাবেই ভালবেসে যান। অনেক শুভেচ্ছা রইল আপনার জন্য।এ সবের চেয়েও বেশি ছিল ফোনে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

প্রয়াত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক রামচন্দ্রজি

পুনে, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক রামচন্দ্রজি ওপাক্ষ বাবানরাও সহস্রভোজনি বুধবার সকাল ৭ টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬। জীবনের শেষ কয়েকটি দিন নাগপুরে সংঘের কার্যালয় থাকতেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রামচন্দ্রজি।

নিজের গোটা জীবন রাষ্ট্রের হিতের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছিলেন তিনি। সারাজীবন প্রচারক হিসেবে কাজ করে গিয়েছেন। অবিভক্ত বিহারের দক্ষিণ দিকে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত প্রান্ত প্রচারক ছিলেন। ১৯৯৯ সালে অখিল ভারতীয় সহ শারীরিক প্রমুখের দায়িত্বভার তাকে দেওয়া হয়েছিল। প্রান্ত প্রচারক থাকাকালীন সময় তার কর্ম যজ্ঞের কেন্দ্র ছিল জামশেদপুর। ঝাড়খন্ডে সংঘের কার্যকলাপকে বিস্তৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা বড় ছিল। রামচন্দ্রজি বেশ কয়েক বছর ত্রিপুরার প্রান্ত প্রচারক ছিলেন।

পাঁচিল ঘেরার প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলনের পথে শান্তিনিকেতন পৌষ মেলা মাঠ বাঁচাও কমিটি

শান্তিনিকেতন, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পৌষমেলার মাঠ ঘেরার প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলনের পথে গেল কমিটি। বুধবারও অব্যাহত প্রতিবাদ কর্মসূচি শান্তিনিকেতন পৌষ মেলা মাঠ বাঁচাও কমিটির।তবে আন্দোলন স্থলের জায়গা বদলও করেছে কমিটি। শান্তিনিকেতন রোডের উপর ভুবনডাঙ্গায় অস্থায়ী মঞ্চ করে পাঁচিলের বিরোধিতায় শান্তিপূর্ণভাবে লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষনা করা হয় এদিন।

তবে আন্দোলনের পথ হিসাবে অবশ্য রবীন্দ্রিক ভাবকে অবলম্বন করে বুধবার সকাল থেকেই শুরু হয় আন্দোলন। তাই সাংস্কৃতিক পথেই লাগাতার আন্দোলন সিদ্ধান্ত পৌষমেলার মাঠ বাঁচাও কমিটি। এই আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনেও কর্মসূচি অব্যাহত তাদের। ভুবনডাঙা এলাকায় রাস্তার ধারে স্থায়ী প্রতিবাদ মঞ্চ তৈরি করে নাচ, রবীন্দ্র গান, রাযবেশে নৃত্য, কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। বুধবার সকাল ১১টা থেকে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বোলপুর মহকুমা এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের একাংশ। প্রতিবাদীরা জানিয়েছেন, যতদিন না রবীন্দ্র আদর্শের পরিপন্থী পাঁচিল তৈরির কাজ বন্ধ হচ্ছে, ততদিন এই প্রতিবাদ আন্দোলন চলবে।বোলপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুনীল সিং বলেন, 'ভুবনডাঙ্গা এলাকায় এই মঞ্চ থেকে আজ থেকে লাগাতার আন্দোলন চলবে।পাঁচ দিন পরে ফের কমিটি মিটিং করে পরবর্তী রনকৌশল ঘোষনা করবে। পৌষমেলার মাঠ ঘেরার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক ভাবেই আমাদের প্রতিবাদ আন্দোলন জারি থাকবে।'

এদিনও পুরো দমে পুলিশী প্রহরায় চলে মাঠ ঘেরার কাজ। এদিন সকাল থেকেই পুলিশের পাশাপাশি বিশ্বভারতীর নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষীরা মাঠের বিভিন্ন জায়গায় টহল দেয়। অন্যদিকে এদিন বিশ্বভারতীর পৌষ মেলা মাঠে সকালে এক ভবঘুরের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে খবর মৃত ব্যক্তির নাম সরু ক্ষ্যাপা। শান্তিনিকেতন এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে ওই ভবঘুরে কে দেখা যেত। তার বাড়ি বীরভূমের গঙ্গারামপুর গ্রামে।এদিন সকালে বিশ্বভারতীর পৌষ মেলার মাঠে ওই ভবঘুরের মৃতদেহ পরে থাকতে দেখে উদ্ধার করে পুলিশ। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুরের মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

অসম পুলিশের এসআই পদে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্তে কোনও আপস নয়, স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই) পদে আয়োজিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত ঘটনার তদন্তে কোনও ধরনের আপস করা হবে না। পুলিশকে এর তদন্ত নিরপেক্ষ এবং নিষ্ঠা সহকারে করার জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার মহানগরের শংকরদেব কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে ২০২০ সালের মাধ্যমিকে ভালো ফলাফলকারী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। তখনই তিনি তাঁর গৃহীত অবস্থানের কথা স্পষ্ট করেছেন।

সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এ-ও বলেছেন, সংগঠিত এই ঘটনার সঠিক তদন্তের জন্য পুলিশকে আরও কিছু সময় দিতে হবে। রাজ্য পুলিশ ঘটনার সফল তদন্তে অনেকটা এগিয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস করা এবং কেলেংকারির সঙ্গে জড়িতদের পুলিশ নিশ্চয়ই খুঁজে বের করে আনবে। এসআই পদে পরীক্ষা প্রার্থীরা যাতে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রয়েছে রাজ্য সরকারের। তাই নতুন করে নিয়োগ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। নবপ্রজন্ম যাতে স্বচ্ছভাবে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পায় সেটাই সরকারের লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, এসআই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রথমে সাধারণ জনতার অভিযোগ আসে, তার পর সেটা সংবাদ মাধ্যমে প্রাকশ হয়। এর পর সরকার পদক্ষেপ গণ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টি আমজনতাকে জানাতে সংবাদ মাধ্যমের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

পুজোর জন্য দু'দিন এগিয়ে এল সরকারি কর্মীদের বেতনের দিন

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অক্টোবর মাসে ৩১ দিন। ৩০ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজো। তার আগেই যেন সরকারি কর্মীরা বেতন পেয়ে যান, তা দেখতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে ব্যবস্থা নিতে বলল নবান্ন।

বুধবার রাজ্য অর্থ দফতরের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অর্থসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী নির্দেশ দিয়েছেন, অক্টোবর মাসে সরকারি কর্মীদের বেতন অবশ্য করেই ২৮ ও ২৯ তারিখের মধ্যে যাতে অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, উৎসবের মাসে এক বা দু'দিন আগেই বেতন দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সাধারণত মাসের শেষদিনেই সরকারি কর্মীদের বেতন দিয়ে দেয় রাজ্য সরকার। কিন্তু অক্টোবরে দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজো একসঙ্গে পড়ে যাওয়ায় কর্মীদের সমস্যা হতে পারে, এই লক্ষ্যেই

ছয়ের পাতায়

ফের দৈনিক আক্রান্তে রেকর্ড রাজ্যে

কলকাতা, ৩০সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যে ফের একবার বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ। একইসঙ্গে নতুন রেকর্ড তৈরি হল আক্রান্তের দিক দিয়ে। একদিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩২৮১ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯৫৪জন। একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৫৯ জনের। এদিন সুস্থতার হার ৮৭.৮৩ শতাংশ। তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৬হাজার ৩৩২জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৫৭হাজার ৪৯জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ২৫হাজার ৭৫৯জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪৯৫৮জনের। বুধবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৬৭২ টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬হাজার ৪১২টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৩১জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪৯,৪২৯জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১১জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৭১০জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫২৭৩জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬১জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫০৫জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৩ হাজার ৭৬৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩২লাখ ২৭হাজার ৪৬২টি। এখন রাজ্যে ৮২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের নগদ ২০ হাজার টাকা সহ আনন্দরাম বরুয়া পুরস্কার তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল

গুয়াহাটি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৫ শতাংশ এবং তার থেকেও বেশি নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের হাতে আজ ২০২০ সালের আনন্দরাম বরুয়া পুরস্কার তুলে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। সেইসঙ্গে ল্যাপটপ কেনার জন্য প্রত্যেক কৃতী ছাত্রছাত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার করে টাকা দিয়েছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাদের সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বোতাম টিপে এই অর্থ ছাত্রছাত্রীদের হস্তান্তর করেছেন। মহানগরের শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের শ্রীমন্ত শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে পাঁচ জন ছাত্রছাত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে এই টাকার চেক এবং শংসাপত্র তুলে দিয়েছেন। এর জন্য রাজ্য সরকার মোট ৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মহাপুরুষ তথা মনীষীদের নীতি এবং আদর্শকে অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বলেন, ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বের যেখানেই কর্মে নিয়োগ হোক না-কেন অসমের নাম তাদের বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'অ্যাক্ট ইস্ট' পলিসি-র প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে আসিয়ান এবং বিবিএন দেশগুলোর ৮০ কোটি জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক ভাব আদান প্রদানের রাস্তা খুলে গেছে, সর্বত্র আমাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করে মানবসম্পদ সৃষ্টি করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করার মানসিকতা অর্জন করার কথাও তাঁর বক্তব্যে টেনে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সনোয়াল আরও বলেছেন, ২০১৬ সালে রাজ্য সরকার 'ডিস্কভার আসাম' শীর্ষক একটি কার্যসূচি গ্রহণ করেছে। ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আটটি মেডিক্যাল কলেজ, নয়টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৩২টি পলিটেকনিক, শ্রীশ্রী অনিরুদ্ধ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়, মাজুলি সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীশ্রী ভট্টদেব বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীশ্রী মাধবদেব বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যায়লয়, সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয় সমেত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। এছাড়া আর্থিকভাবে পশ্চাদপদ ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও মুখ্যমন্ত্রী আজ জানিয়েছেন।

আজকের অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, নব প্রজন্মকে ডিজিট্যাল মাধ্যমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ২০০৫ সাল থেকে আনন্দরাম বরুয়া পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে। ২০২০ সালের এই পুরস্কার ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিতে পেরে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের প্রধানসচিব বি কল্যাণ চক্রবর্তী নিজের বক্তব্য পেশ করেন। মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণও বক্তব্য পেশ করেছেন অনুষ্ঠানে। নগাঁওয়ের বটদ্রুবার বিধায়ক আঙুরলতা ডেকা, রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ড় মিহিরকান্তি চৌধুরী, অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা)-এর চেয়ারম্যান রাকেশচাঁদ জৈন, অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান ড় দয়ানন্দ বরগোঁহাই, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা ফণীন্দ্র জিডুং, প্রাথমিক শিক্ষা অধিকত্রা বিজয়া চৌধুরী, আমন্ট্রন-এর পরিচালন অধিকর্তা এমকে যাদব প্রমুখ গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি আজকের আনন্দরাম বরুয়া পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও প্রসূতি এবং শিশুদের চিকিৎসা পরিষেবার ওপর গুরুত্ব হর্ষবর্ধনের

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে শিশু, প্রসূতি এবং নবজাতকদের সঠিক স্বাস্থ্যপরিসেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যেও প্রসূতি, নবজাতক এবং শিশুদের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন ও গুরুত্ব বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন।

বুধবার এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, করোনা মহামারীর জেরে শিশু, প্রসূতি এবং নবজাতকদের স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর বড় প্রভাব পড়েছে। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই যাতে সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পায় তার জন্য প্রতিটা রাজ্য সরকারকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল কেন্দ্রের তরফ থেকে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও এদের প্রত্যেকের জন্য সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বজায় রাখাটা একান্ত জরুরী। প্রসূতিদের চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করার জন্য কোন রকমের আপস করা হবে না। এই সংক্রান্ত সমস্ত অভাব-অভিযোগ বিচার করে দেখা হবে।

বিজ্ঞাপনের সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রী নিজের ভাবমূর্তি তৈরি করছেন, অভিযোগ সেলিমের

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লির শাসকদের সঙ্গে তুলনা করলেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম।
বুধবার সেলিম বলেন, বিজ্ঞাপনের সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রী নিজের ভাবমূর্তি তৈরি করছেন। যে সবচেয়ে বড় দোষী হয়, তার মনোভাব এ রকমই থাকে। এভাবেই সব দোষ ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করেন।
মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর প্রসঙ্গে বলেন, এর আগে উত্তরবঙ্গ যখন বৃষ্টি ও বন্যায় ভেসেছিল উনি যাননি। সে সময় যে সব রাস্তা-কালভার্ট ভেঙে গিয়েছিল, এখনও সেগুলো সারানো হয়নি। ২০১৬-র বিধানসভা ভোটের আগে বালি তোলা যাবে না বলে তিনি নির্দেশ দিলেন। তার পর দেখা গেল, পুলিশকে তোলা দিলেই কী উত্তরবঙ্গে, কী দক্ষিণবঙ্গে বালি তোলা যাচ্ছে।

সবজির দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে কেন্দ্রের কৃষি বিলকেই দায়ী করল টাস্ক ফোর্স

কলকাতা, ৩০সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্যজুড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় শাক সবজির দাম আকাশছোঁয়া। তবে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি বিলকেই দায়ী করলেন টাস্ক ফোর্স সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে। এদিকে নয়া কৃষি বিল পাস হওয়ার পর থেকে বাজারগুলিতে আর টাস্কফোর্সের সদস্যদের নজরদারি করতে দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।
এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাবু জানান, কেন্দ্রের নয়া কৃষি বিল পাস হওয়ার পর চাল ডাল আলু পিঁয়াজ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস গুলি যত ইচ্ছা মজুদ করার ছাড়পত্র পেয়েছে ব্যবসায়ীরা। এমনকি দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোন হস্তক্ষেপ থাকছে না। তাই এই মুহূর্তে আর টাস্কফোর্সের নজরদারি বাড়িয়ে কোন লাভ নেই বলেই মত তার।
কেন্দ্রের এই বিলের ফলে আলু ও পেঁয়াজের মজুত করার রীতি বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। সে কারণে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারগুলিতে নজরদারি রাখা অনর্থক বলে জানালেন টাস্ক ফোর্সের অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে। তাঁর কথায়, 'আর নজরদারি রেখে কী হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল কৃষি নীতির ফলে এভাবে বাড়তে থাকবে দাম।'
অন্যদিকে টাস্কফোর্স সদস্যের কথার পাল্টা জবাব দিয়ে বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ' তৃণমূলের ফড়েরা সব কাটমানির আশায় নজরদারি চালাত। এখন তো কাটমানি নেই। স্বাধীন হয়ে গেছে।সেই কারণে হতাশা থেকে এ কথা বলছে'।

বেতনের দিন

পাচের পাতার পর
অক্টোবর মাসের বেতন ২৮ ও ২৯ তারিখের দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার।
এবার উৎসবের আগে বেতন বৃদ্ধি বা মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ঘোষণা এখনও করেনি রাজ্য সরকার। অনেক সরকারি কর্মীই আশায় বুক বেঁধেছেন, এবার পুজোর আগে কিছু হতে পারে। তবে নবান্ন সূত্রের খবর, করোনাকাল সেরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। তবে, ইতিমধ্যেই সেপ্টেম্বর মাসের বেতনের সঙ্গে যে বা যাঁরা উৎসবের বোনাস ও অ্যাডভান্স পাবেন, তাঁদের টাকাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, করোন সত্ত্বেও উৎসবের মরশুমে সরকারি কর্মীদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেই দিকে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ দৃষ্টি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

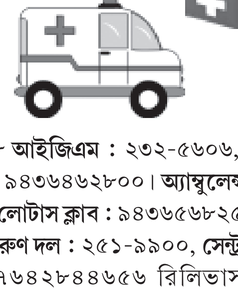

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা আবহেই নিয়োগ পত্র দিল মধ্য শিক্ষা পর্ষদ

কলকাতা, ৩০সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা আবহে প্রায় ৫০০ শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীকে নিয়োগ পত্র দিল মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। তবে এই সকল শিক্ষকরা কোন বিদ্যালয়ে কাজের জন্য যোগ দেবেন তা এখনো বলা হয় নি ওই বিজ্ঞপ্তিতে। স্কুল খুললে তবেই এই বিষয়টি চূড়ান্ত হবে বলেই জানা গেছে।
দীর্ঘ দিন ধরেই বিশেষ কারণে বদলি বা ট্রান্সফার অন স্পেশাল গ্রাউন্ড-এর মাধ্যমে বদলির প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল। অবশেষে তা ফের শুরু করল রাজ্য স্কুলশিক্ষা দফতর। স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে বদলি সংক্রান্ত সুপারিশের চিঠি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠানো হলেও পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের অসুস্থতার কারণে সেই প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে পড়ে। পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের জায়গায় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কার্তিক চন্দ্র মান্না আসার পর পরেই বদলি প্রক্রিয়া আবার শুরু হল।

বাবরি মসজিদের রায় নিয়ে রাহুল সিনহার প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাবরি-রায়কে স্বাগত জানালেন বিজেপি-র সদ্য প্রাক্তন জাতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা।
বুধবার তিনি এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেন, "বাবরি মসজিদ কান্ডে লালকৃষ্ণ আডবানী-সহ অভিযুক্তরা সকলেই যে নির্দোষ এবং এটা যে একটা জনরোষের জন্যই হয়েছে, আদালতের এই রায় সত্যকে প্রতিষ্ঠা করল। এবং, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এটা একটা স্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। এই কারণে যে অভিযুক্তরা ধ্বংশের কাজ করেনি। জনরোষই ওই ধ্বংশের প্রধান কারণ। আজ ওখানে রাম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। এর চেয়ে বড় খবর আর কিছুই হতে পারে না।'

হাথরাস গণধর্ষণকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): হাথরাসে গণধর্ষণকাণ্ডে এবং তার পরবর্তীতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। ঘটনার ভয়াবহতা অনুভব করে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দলিত কন্যার উপর হওয়া গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে দুইজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ফোনে কথা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার খবর টুইট করে জানান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ফাস্টট্রাক কোর্টে এই মামলার বিচার কার্য চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি গঠন করা হয়েছে স্পেশাল ইনভেস্টিগতিং টিম। নিগৃহীতার পরিবারবর্গ কে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলি রাজ্য সরকার এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে। এরমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করেছে কংগ্রেস। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

কৃষি বিলের প্রতিবাদে কংগ্রেসের গণধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ সেপ্টেম্বর।। বুধবার মাতাবাড়ি ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে চন্দ্রপুর উমেশ ব্যানার্জি স্মৃতি ভবনের সামনে কৃষক বিরোধী কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এক গণধর্না সংগঠিত করা হয়। এই গণধর্নায় উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি ব্লক সভাপতি উত্তম দে , কংগ্রেসের বিজিত প্রার্থী অভিজিৎ সরকার , জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাস সহ কংগ্রেসের হাতে গোনা কয়েকজন কর্মী। যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না হয় তার জন্য উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বেশ জোরদার। তবে একাংশ কংগ্রেস কর্মীদের দেখা যায় মাস্ক ব্যবহার না করতে।

খাদ্যের

● **প্রথম পাতার পর**
তাদের ছোঁড়া গুলতির আঘাতে তিনটি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। ব্যাগ থেকে বের করে তা দেখিয়েছেও তারা।
তাদের সাথে কথাবার্তায় বোঝা গেছে, প্রতিনিয়ত তারা শিকার করে। অথচ বন দফতরের তাতে কোনও হেলদোল নেই। স্থানীয়দের দাবি, এ-বিষয়ে বন দফতরকে জানানো হয়েছে। অথচ অমানবিক এই সব কাজ বন্ধে কোনও পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। ফলে ওই সব যুবকের সাহস ক্রমশ বেড়েই চলেছে।
স্বাভাবিকভাবেই, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার দায় কে নেবে, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরেফিরে উঠছে। তবে খাবারের জন্য জঙ্গলের নিরীহ পশুপাখিকেই কেন ওই সব জনজাতি যুবকরা বেছে নিয়েছে, সেই প্রশ্নও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

বৃষ্টিপাত

● **প্রথম পাতার পর**
দফতর। তেমনি, নাগাল্যান্ডে ৮০৩ এমএম, মণিপুরে ৭৪৪.৭ এমএম এবং মিজোরামে ১০৮৮.৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এই মরশুমে ওই তিনটি রাজ্যে বৃষ্টিপাতে ঘাটতি রয়েছে। তবে, মেঘালয়ে বর্ষা মরশুমে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে মেঘালয়ে ৩,৯৮২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। মরশুমের গড় বৃষ্টিপাতের হিসাবে মেঘালয়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়েছে। তাতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। বেশ কয়েকজনের প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। অসমেও ১২টি জেলা বন্যা কবলিত। তাতে ৩.১৭ লক্ষ মানুষ বন্যায় প্রভাবিত হয়েছেন।

রাহুল গান্ধী

আটের পাতার পর
গাড়ি রাত ১২.৪৫ মিনিট থেকে ভোররাত ২.৩০ মিনিট পর্যন্ত ছিল।" তরুণীর ভাই অবশ্য জানিয়েছেন, "পুলিশকে আমরা বলেছিলাম সকালে সৎকার করব। কিন্তু, তাঁরা অত্যন্ত তাড়ায় ছিল, পুলিশ আমাদের জানায়, ২৪ ঘন্টা হয়ে গিয়েছে এবং দেহে পচন ধরেছে।"

দুটি মিছিল

তিনের পাতার পর
অন্যদিকে আরামবাগ লোকসভার সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের উপস্থিতিতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে আরামবাগ ঘরবাড়ি এলাকা থেকে বাসুদেবপুর মোড় পর্যন্ত কৃষি বিল এর প্রতিবাদে মিছিল হয়। এই মিছিলে হাজির ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী সহ আরও অনেকে।এদিন সাংসদ বলেন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক বিরোধী যে বিল যে আইন এনেছে তা কালা আইন।এটা কৃষক ও সাধারন মানুষের পেটের তাগিদে পথে নেমেছে।কৃষক বিলের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতবর্ষে চলবে

অরবিন্দ কেজরিওয়াল

তিনের পাতার পর
গোটা দৃশ্যটা বড়ই বেদনাদায়ক ছিল।"
উল্লেখ করা যেতে পারে হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডে ইতিমধ্যেই তিন সদস্যের স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ টিম গঠন করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে এই মামলার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কিন্তু পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দলগুলি।

গাইডলাইন

● **প্রথম পাতার পর**
জায়গাগুলিকে খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি মেনে চলতে হবে।
স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোচিং কেন্দ্রগুলি খোলার বিষয় :স্কুল ও কোচিং সেন্টার আবারও খোলার বিষয়ে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তারা পর্যায়ক্রমে ১৫ অক্টোবরের পরএ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। সংশ্লিষ্ট স্কুল এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। অনলাইনে বা দূরশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। স্কুলগুলি যখন অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে এবং কোন কোনও ছাত্রছাত্রী শারীরিকভাবে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হওয়ার পরিবর্তে অনলাইনে ক্লাস করতে উৎসাহী হচ্ছে, তাদের তখন অনলাইনে ক্লাসের সুযোগ দিতে হবে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস করতে যাবে, তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। উপস্থিতির বিষয়টিকে জোর দেওয়া চলবে না এবং পুরো বিষয়টি অভিভাবক / অভিভাবিকাদের সম্মতিক্রমে করতে হবে।রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি স্কুল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য নিজ নিজ সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি তৈরি করবে। এই পদ্ধতি তৈরির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুলশিক্ষা ও সাক্ষরতা দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী সেটি তৈরি করতে হবে। স্কুলগুলিকে খোলার অনুমতি দিতে হবে তবে, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শিক্ষা দপ্তরের সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি স্কুল্গুলিকে মেনে চলতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রকের উচ্চশিক্ষা দপ্তর কলেজ এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খোলার বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অনলাইন এবং দূরশিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠদানে উৎসাহ দেওয়া হবে। তবে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাগারের কাজকর্মগুলিকে ১৫ অক্টোবরের পর থেকে করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান যদি মনে করেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাগার ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে, তাহলেই তাঁরা পরীক্ষাগার ব্যবহার করে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করতে পারবেন। রাজ্যস্তরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের গবেষক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে।
জমায়েত করার ক্ষেত্রে নিয়মাবলী : সামাজিক / শিক্ষা সংক্রান্ত / ক্রীড়া / বিনোদন / সংস্কৃতি / ধর্মীয় / রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং অন্যান্য জমায়েতগুলির ক্ষেত্রে কন্টেনমেন্ট এলাকার বাইরে সর্বোচ্চ ১০০ জনকে নিয়ে করার অনুমতি দেওয়া ইতিমধ্যেই হয়েছে। বর্তমানে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এই ধরনের কর্মসূচির ক্ষেত্রে কন্টেনমেন্ট এলাকার বাইরে ১৫ অক্টোবরের পর ১০০ জনের বেশি লোককে জমায়েতের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তবে, এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তগুলি মেনে চলতে হবে - বদ্ধ জায়গায় যে কোনও হলে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ মানুষকে ঢোকার অনুমতি দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০০ জন ঢুকতে পারবেন। তবে সকলকে ফেসমাস্ক পড়তে হবে, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, তাপমাত্রা মাপতে হবে এবং হাত ধোয়া অথবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। খোলা স্থানের জায়গায় আয়তন অনুসারে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ফেসমাস্ক বাধ্যতামূলকভাবে পড়ে এবং তাপমাত্রা মেপে ও হাত ধোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জমায়েতের অনুমতি দেওয়া যাবে। কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ যেন বিস্তার লাভ না করে তা নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এ ধরনের জমায়েতের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে সাধারণ পরিচালন পদ্ধতির বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। এই বিজ্ঞপ্তি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কন্টেনমেন্ট এলাকার বাইরে এখনো অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমতি ছাড়া বিদেশে বিমানযাত্রা করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকছে।কন্টেনমেন্ট এলাকায় ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত লকডাউনের নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। জেলা প্রশাসন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের নীতি-নির্দেশিকা বিবেচনা করে তৃণমূলস্তরে কন্টেনমেন্ট এলাকার সীমা নির্ধারণ করবে। সংক্রমণ শৃঙ্খলকে যথাযথ ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে এই কাজ করা হবে। এইসব কন্টেনমেন্ট এলাকায় নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং অত্যাবশ্যক পরিষেবা ছাড়া অন্য কোনও কাজ করা যাবে না।
কন্টেনমেন্ট এলাকায় বিভিন্ন বিষয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শুধুমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিকেই কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে। এই কন্টেনমেন্ট এলাকাগুলি সম্পর্কে জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইট এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি তাদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিতভাবে জানাবে। এ সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে।
কন্টেনমেন্ট এলাকার বাইরে রাজ্যগুলি স্থানীয় স্তরে কোনও লকডাউন জারি করতে পারবে না :রাজ্য / জেলা / মহকুমা / শহর / গ্রামস্তরে - অর্থাৎ, স্থানীয় পর্যায়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া কোনরকমের লকডাউন বলবৎ করতে পারবে না। রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাত্রী এবং পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা যাবে না। এই ধরনের চলাচলের ক্ষেত্রে পৃথক কোনও অনুমতি বা বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে অনুমতি নিতে হবে না।
জাতীয় স্তরে কোভিড-১৯ পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশাবলী :কোভিড-১৯-এর নিয়ন্ত্রণের পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় নির্দেশাবলী বজায় থাকবে। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ এ সংক্রান্ত নিয়মাবলী দেশ জুড়ে মেনে চলতে হবে। দোকানগুলিকে নিশ্চিত করতে হবে, তাদের গ্রাহকরা যাতে যথেষ্ট পরিমাণে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জাতীয় নির্দেশাবলীগুলি মেনে চলা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়গুলি নজরে রাখবে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা : ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে, যাঁরা বিভিন্ন জটিল অসুখে ভুগছেন, গর্ভবতী মহিলারা এবং যে সমস্ত শিশুদের বয়স ১০-এর কম — অর্থাৎ, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের বাড়িতে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। খুব প্রয়োজন না হলে এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণ ছাড়া তারা যাতে বাড়ির বাইরে বের না হন, সে সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আরোগ্য সেতুর ব্যবহার : আরোগ্য সেতু মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটির ব্যবহার বজায় রাখার জন্য সকলকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

আহত দুই

আটের পাতার পর
সামনাসামনি এসে পড়ল বাইকে চালকরা নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। সে কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বাইক দুটি আটক করেছে পুলিশ।

লাইট বিতরণ

আটের পাতার পর
আই এস পিনাকী রায়, প্রধান শিক্ষক কাজল দাস ও বাবুল মজুমদার , আবুল কালাম মৈসান সহ দপ্তরের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। সমস্ত অনুষ্ঠানটি করা হয় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং প্রত্যেকে মাস্ক ব্যবহার করে। এই সোলার ল্যাম্প বিতরণ অনুষ্ঠান চলবে আজ থেকে আগামী ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত।

উত্তীর্ণদের

আটের পাতার পর
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তীর্ণ বেকাররা অভিযোগ করে দীর্ঘদিন ধরে তারা উত্তীর্ণ বেকার হিসাবে অনিশ্চয়তায় জীবনযাপন করছে।তাদেরকে চাকুরীতে নিযুক্ত না করায় তারা চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে।সেই প্রশ্নও তুলেছেন উত্তীর্ণ এসব বেকাররা। অবিলম্বে তাদের নিযুক্তির দাবি জানিয়েছে তারা।

দেশ বা রাজ্যের উন্নয়নের প্রথম শর্ত শিক্ষা : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। দেশ বা রাজ্যে উন্নয়নের প্রথম শর্ত হল শিক্ষা। তাই রাজ্য সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। আজ বিলোনিয়া আর্য কলোনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।
অনুষ্ঠানে এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬ জন কৃতী ছাত্রছাত্রী এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় একজন কৃতী ছাত্রীকে মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজকের যারা ছাত্রছাত্রী তারাই আগামীদিনের ভবিষ্যত। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকশিত করার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরি করার কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে শিক্ষামন্ত্রী আহ্বান জানান।
এদিন তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে রাজ্যে এনসিইআরটি-র পাঠ্যক্রম চালু করেছে। রাজ্যে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ২০টি বিদ্যালয়কে সিবিএসই পরিচালিত বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে এবং ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য শিক্ষা দফতর ৩২টি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এনসিইআরটি-র ধাঁচে পড়াশুনা করানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা যেন সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সাফল্য পেতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বাবরি

● **প্রথম পাতার পর**
বোঝা গিয়েছিল আদালতের রায় এমনই ঘোষণা হবে।
বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলার শুনানিতে এদিন সশরীরে আদালতে উপস্থিত ছিলেন না লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলি মনোহর জোশী, উমা ভারতী, কল্যাণ সিং, সতীশ প্রধান এবং মহন্ত নিত্য গোপাল দাস। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এই মুহূর্তে ঋষিকেশের হাসপাতালে ভর্তি উমা ভারতী। অতিমারির মধ্যে বয়সজনিত কারণে লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলি মনোহর জোশী, কল্যাণ সিং প্রমুখ আদালতে যাবেন না বলে জানান আইনজীবী কেকে মিশ্র। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আদালতে হাজিরা দেন তাঁরা। তবে,আদালতে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন সাধ্বী ঋতম্ভরা, চম্পত রাই, বিনয় কাটিয়ার, বৃজভূষণ শরণ সিং এবং অন্যান্য অভিযুক্তরা। বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় মোট ৪৯ জন অভিযুক্তের মধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অশোক সিঙ্ঘল, শিবসেনার বাল ঠাকরে, অযোধ্যার পরমহংস রামচন্দ্র দাসের মতো ১৬ জন ইতিমধ্যে প্রয়াত। বাকি ৩২ জনের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন আইনজীবী কেকে মিশ্র। বুধবার ৩২ জন অভিযুক্তকেই বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছে লখনউয়ের বিশেষ সিবিআই আদালত।
বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার নিজের টুইট বার্তায় রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, " লখনউর সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত যে রায় আজকে দিয়েছেন তাকে আমি স্বাগত জানাই। অভিযুক্ত ৩২ জনকেই বেকসুর খালাসের নির্দেশ থেকে প্রমাণিত যে যত দেরি হোক না কেন ন্যায়ের জয় হবেই। "
বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। আদালতের রায় নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা জানিয়েছেন যে অবশেষে সত্যের জয় হল। বুধবার রায় ঘোষণার পর নিজের টুইট বার্তায় প্রকাশ জাভরেকর লেখেন, লালকৃষ্ণ আডবাণী, ড মুরুলি মনোহর যোশী সহ অন্যান্য নেতা-নেত্রীদের বেকসুর প্রমাণিত হওয়ার ঘটনায় গোটা দেশ খুশি। অবশেষে সত্যের জয় হল।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**
কদমতলা থানা এলাকার ব্রজেন্দ্র নগর গাঁও সভার ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা পান্ডা থেকে রেশন সামগ্রী বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় পা পিছলে রাস্তার পাশে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ সে রেশন শপে রেশন সামগ্রী আনতে গিয়েছিল। রেশন সামগ্রী নিয়ে রাতে বাড়িতে ফেরেনি। তাতে দুশ্চিন্তায় পরে পরিবারের লোকজন রা। রাতে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন হদিস মেলেনি।বুধবার সকালে রাস্তার পাশে লঙ্কায় তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন রা।সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় কদমতলার থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন তার পরিবারের লোকজন রাও। আশঙ্কা করা হচ্ছে রেশন সামগ্রী নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পা পিছলে নিচে পড়ে গিয়ে তার মন মানতে মৃত্যু হয়েছে। কদমতলা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।মৃতদেহটি তার নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

আগরতলা

● **প্রথম পাতার পর**
শুরু হয়েছিল কিন্তু এলাকার বেশকিছু দোকান ঘর অবৈধভাবে সরকারি স্থানে থাকার কারণে সেগুলি তুলতে সময় লেগে যায়। আবার চলতি বছর মার্চ মাস থেকে লকডাউন এর কারণে কাজের গতিতে অনেকটা ব্যাঘাত ঘটেছে।
এখন পর্যন্ত ৪০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে শিবনগর এলাকায়। আর কাজের গতি বৃদ্ধি করে পুজোর আগে এই শিবনগর এলাকার ডেইন এবং ফুটপাতে কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে স্মার্ট সিটি কর্তৃপক্ষ। পূজার পর শিবনগর এলাকার রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়ে রাস্তাটি কাজ সম্পন্ন করা হবে। এবং শিবনগর এলাকা যে সমস্ত বিদ্যুতিক লাইন এবং টেলিফোনের লাইন খুঁটির দ্বারা ঝোলানো রয়েছে, সেসব লাইন মাটির নিচে দিয়ে করা হবে। দ্বিতীয় প্রজেক্টটি হলো এলাকা দুটি পুকুরের কাজ।
আর পুকুরগুলির কাজ প্রায় ৭০ শতাংশ সম্পন্ন হয় গেছে। দু''মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় প্রজেক্টের পুকুরের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। পুকুরের মধ্যে দিয়ে সেতু নির্মাণ করা হবে। সব মিলে ৪ থেকে ৫ মাস সময় কাজ সম্পন্ন হতে লাগবে বলে জানান তিনি।

গর্জিতে

● **প্রথম পাতার পর**
বাড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি এসে জলের তৃষ্ণা পেয়েছে বলে একটি খালি বোতল দিয়ে এতে জল ভর্তি করে দেবার জন্য বলেন। তখন নকুল বাবুর পুত্রবধূ মণিদীপা দাস ঘর থেকে বোতলটিতে জল ভর্তি করে দিয়ে ঘাড় ফিরাতেই হঠাৎ করে উনাকে মারধর করে মণিদীপা দেবীর গলায় থাকা সোনার চেইন টি ধরে এক টান দিয়ে খুলে ছিনতাই করে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুটা দূরে থাকা একটি মারুতি গাড়িতে উঠে অজ্ঞাত পরিচয়ের এই ব্যক্তিটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সঙ্গে সঙ্গে গৃহবধূ মণিদীপা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে বাড়ির লোকজন ছিনতাইকারীর পেছনে দৌড়ে ধরার চেষ্টা করলেও ছিনতাইকারী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই বিষয়ে গর্জি থানায় জানানো হয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। এই এলাকায় এই নতুন সংস্কৃতির জন্মও নেওয়ায় এলাকায় উৎকন্ঠা ও ভীতির সঞ্চার হয়েছে।

বাড়িতে

● **প্রথম পাতার পর**
তাছাড়া, অটোতে করোনা আক্রান্তের বাড়িতে যাওয়ার ঘটনায় ওই অটো চালক সংক্রমণের সংস্পর্শে এসেছেন। ফলে, তিনি সংক্রমিত হয়েছেন কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল সেপ্টেম্বরে মুখোমুখি ?

২০২২ কাতার বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাই শুরুর আগে ফুটবলপ্রেমীরা দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের দ্বৈরথ উপভোগের সুযোগ পেতে পারেন। ফুটবলের এই দুই পরাশক্তি আগামী সেপ্টেম্বরে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হতে পারে বলে খবর এসেছে আর্জেন্টিনার গণমাধ্যমে। করোনাভাইরাসের থাবায় স্থগিত থাকা লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাই ৮ অক্টোবর মাঠে গড়ানোর কথা। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। ম্যাচটির দিনক্ষণ, ভেন্যু এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে ওলেসহ আর্জেন্টিনার একাধিক গণমাধ্যম জানিয়েছে, এএফএ চাইছে ইউরোপে ম্যাচটি আয়োজনের। গ্যালারিতে দর্শক রাখার ভাবনা আছে তাদের। গত নভেম্বরে উরুগুয়ের বিপক্ষে সবশেষ খেলেছিল আর্জেন্টিনা। উরুগুয়ের বিপক্ষে সেই ম্যাচটি ২-২ ড্র হয়। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের আগে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি চেয়েছিলেন দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে নিজেদের পরখ করে নিতে। এ ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনার হয়ে মাঠে ফিরতে পারেন দলের সেরা তারকা লিওনেল মেসি। করোনাভাইরাসে স্থগিত থাকা ফুটবল পুনরায় শুরু হওয়ার পর মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-নেইমারও। এএফএ তাই সব মিলিয়ে আয়োজনটাকে পরিপূর্ণ করতে চাইছে।

‘বেশি উদ্ধত হওয়া উচিত নয়’, লিভারপুলকে ল্যাম্পার্ড

প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে বাহবা দিতে কার্পণ্য করছেন না ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড। তবে দলটির শিরোপা উদযাপনের ম্যাচে তাদের বেঞ্চের সবার আচরণ সহজভাবে নিতে পারেননি চেলসির কোচ। অ্যানফিল্ডে বুধবার রাতে আট গোলের রোমাঞ্চ ছড়ানো ম্যাচে চেলসিকে ৫-৩ ব্যবধানে হারায় আগেই শিরোপা জেতা লিভারপুল। এই ম্যাচ শেষে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলকে দেওয়া হয় ট্রফি। লিভারপুলের দ্বিতীয় গোলের সময় দলটির বেঞ্চের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় ল্যাম্পার্ডের। সাদিও মানেকে চেলসির মাতেও কোভাচিচ ফাউল করায় ফ্রি-কিক দিয়েছিলেন রেফারি। ফ্রি কিকে স্কোরলাইন ২-০ করেন ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ড। ম্যাচ শেষে স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় লিভারপুলের প্রশংসা করলেও ওই ঘটনার জন্য অসন্তুষ্টির কথা অকপটে জানান ল্যাম্পার্ড। “আমার মনে হয়েছে কোভাচিচের ওটা ফাউল ছিল না। ওই সময়ে অনেক কিছুই হয়েছে বেঞ্চে... ক্লপের সঙ্গে আমার কোনো সমস্যা নেই, তিনি দারুণভাবে দল পরিচালনা করছেন... লিভারপুলকে ফেয়ার প্লে দিতেই হবে, তারা লিগ জিতেছে।

ফুটবল লেখকদের ভোটে ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা হেন্ডারসন

লিভারপুলের ৩০ বছরের অপেক্ষার অবসানে নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনে থেকে। রেকর্ড সাত ম্যাচ হাতে রেখে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জেতায় রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এর একটা স্বীকৃতি পেলেন জর্ডান হেন্ডারসন। ফুটবল লেখকদের ভোটে ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন লিভারপুল অধিনায়ক। এক চতুর্থাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে শুক্রবার ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন ৩০ বছর বয়সী এই ইংলিশ মিডফিল্ডার। সেরা পাঁচে আছেন ম্যানচেস্টার সিটির কেভিন ডে ব্রুইনে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মার্কাস র‍্যাশফোর্ড এবং লিভারপুলের ভার্জিল ফন ডাইক ও সাদিও মানে।
এ মাসের শুরুতে চোট নিয়ে ছিটকে যাওয়ার আগে এবারের প্রিমিয়ার লিগে হেন্ডারসন খেলেন ৩০ ম্যাচ। গোল করেন চারটি। বর্ষসেরার পুরস্কার জয়ের পর তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন লিভারপুল সতীর্থদের প্রতি।
“অনেকের কাছে আমি ঋণী। সবচেয়ে বেশি ঋণী ক্লাবের সতীর্থদের কাছে। আমার সঙ্গে তাদের প্রত্যেকেই এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য দাবিদার।”

উদিনেজের বিপক্ষে হেরে অপেক্ষা বাড়ল ইউভেন্তুসের

সমীকরণ ছিল সহজ- উদিনেজের বিপক্ষে জিতলেই টানা নবমবারের মতো সেরি আ শিরোপা ইউভেন্তুসের। প্রথমার্ধে এগিয়ে গিয়ে সম্ভাবনাও জাগায় তারা। কিন্তু বিরতির পর দুই গোল খেয়ে উল্টো হেরে গেছে মাওরিসিও সাররির দল। বেড়েছে অপেক্ষা।
প্রতিপক্ষের মাঠে বৃহস্পতিবার ২-১ গোলে হেরেছে তুরিনের দলটি। মাটাইস ডি লিখট শিরোপাধারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা ফেরান ইলিয়া নেস্তোরফস্কি। যোগ করা সময়ে জয়সূচক গোলটি করেন সিকো ফোফানা। ২০১০ সালের পর প্রথমবার ঘরের মাঠে ইউভেন্তুসের বিপক্ষে জিতল উদিনেজে। লিগের প্রথম পর্বে গত ডিসেম্বরে নিজেদের মাঠে ৩-১ গোলে জিতেছিল ইউভেন্তুস। ৩৫ ম্যাচে ২৫ জয় ও ৫ ড্রয়ে ইউভেন্তুসের পয়েন্ট ৮০। সমান ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে আতালান্তা দ্বিতীয় ও ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে ইন্টার মিলান তৃতীয় স্থানে আছে। অষ্টম মিনিটে আত্মঘাতী গোল খেতে বসেছিল ইউভেন্তুস। প্রতিপক্ষের ক্রস ডি-বক্সে হেডে ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালে পাঠাতে যাচ্ছিলেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার দানিলো। বল ফেরে পোস্টে লেগে। চতুর্দশ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো সফরকারীরা। ডি-বক্সের বাইরে থেকে পাওলো দিবালার শট বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন স্বাগতিক গোলরক্ষক। প্রথম ‘কুলিং ব্রেক’ এর আগ মুহূর্তে ডি-বক্সের বাইরে থেকে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর জোরালো শটে পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায় বল। ৩৪তম মিনিটে অ্যারন র‍্যামজির ক্রস ডি-বক্সে বুক দিয়ে নামিয়ে শট নেন দিবালা। আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ডের দারুণ প্রচেষ্টাও অল্পের জন্য পূর্ণতা পায়নি। অবশেষে ৪২তম মিনিটে দারুণ এক গোলে দলকে এগিয়ে নেন ডি লিখট। আদ্রিওঁ রাবিওর ক্রস হেডে ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে পারেনি স্বাগতিকরা। ডি-বক্সের সামনে থেকে ডান পায়ের জোরালো শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ডাচ ডিফেন্ডার ডি লিখট।
লিড অবশ্য বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি ইউভেন্তুস। ৫২তম মিনিটে স্বাগতিকদের ম্যাচে ফেরান নেস্তোরফস্কি। সতীর্থের ক্রসে ডাইভিং হেডে বল জালে পাঠান অরক্ষিত এই ফরোয়ার্ড।
এরপর ড্রয়ের দিকেই যাচ্ছিল ম্যাচ। কিন্তু যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ফোফানার সেই গোল। প্রায় মাঝমাঠে বল পেয়ে অ্যালেক্স সান্দ্রোকে গতিতে পেছনে ফেলে ডি-বক্সে ডি লিখটকে কাটিয়ে জালে পাঠান তিনি। হারের হতাশায় মাঠ ছাড়ে সফরকারীরা।
সেই ২০১২ সালের ৬ মে থেকে ইতালির শীর্ষ লিগের চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুস। বৃহস্পতিবার শিরোপা ধরে রাখার ৩ হাজারতম দিনের মাইলফলক স্পর্শ করে প্রতিযোগিতার সফলতম দলটি। উপলক্ষ রাঙাতে পারেনি তারা। অপেক্ষার অবসান হতে পারে পরের ম্যাচেই। নিজেদের মাঠে সাম্পদরিয়াকে হারালেই শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যাবে সাররির দলের।

হারের কারণ ক্লান্তি ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি: ইউভেন্তুস কোচ

হঠাৎ করেই যেন এলোমেলো হয়ে গেছে সেরি আর বেশিরভাগ দল। ভুগছে টানা জয় পেতে। সবশেষ তিন রাউন্ডে টানা জয় পেয়েছে কেবল এসি মিলান। এক রাউন্ড কমালে সঙ্গী কেবল জেনোয়া। শিরোপার দুয়ারে গিয়ে ভুগছে ইউভেন্তুস। কোচ মাওরিসিও সাররি এই পরিস্থিতির দায় দিচ্ছেন ক্লান্তি ও করোনাভাইরাসের জন্য সৃষ্ট অস্বাভাবিক পরিস্থিতির।
জিতলেই নিশ্চিত লিগ শিরোপা- এই সমীকরণ মেলাতে পারেনি ইউভেন্তুস। বৃহস্পতিবার মাটাইস ডি লিখটের গোলে এগিয়ে গিয়েও উদিনেজের মাঠে ২-১ গোলে হারে সাররির দল। নিজেদের সবশেষ পাঁচ ম্যাচে এটি দলটির দ্বিতীয় হার। ড্র করেছে দুটি ম্যাচ, জয় কেবল একটি।
শিরোপা দৌড়ে থাকা অন্য দুই দল লাৎসিও ও ইন্টার মিলানও পয়েন্ট হারিয়েছে নিয়মিত। সবশেষ ছয় ম্যাচের দুটিতে জিতেছে ইন্টার। সবশেষ ১৮ পয়েন্টের মধ্য থেকে মাত্র ৪ পয়েন্ট নিতে পেরেছে লাৎসিও। সুযোগে দুই নম্বরে উঠে এসেছে আতালান্তা।
উদিনেজে ম্যাচের পর স্কাই স্পোর্তস ইতালিয়াকে সাররি জানান, অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর ধারাবাহিকতার জন্য সংগ্রাম করছে দলগুলো।“মৌসুমটা কঠিন, প্রত্যেকটা দল স্বাভাবিকের তুলনায় ভিন্ন কন্ডিশনে খেলছে এবং সবাই ক্লান্ত। বলের ওপর ৯০ মিনিট নজর ধরে রাখা মানসিক ও শারীরিকভাবে কঠিন। ম্যাচগুলো অদ্ভুত, সহজেই মোমেন্টাম বদলে যাচ্ছে। শারীরিক ক্লান্তির চেয়ে মানসিক ক্লান্তিটাই বেশি।”
৩৫ ম্যাচে ২৫ জয় ও ৫ ড্রয়ে ইউভেন্তুসের পয়েন্ট ৮০। সমান ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে আতালান্তা দ্বিতীয় ও ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে ইন্টার মিলান তৃতীয় স্থানে আছে। ৭২ পয়েন্ট নিয়ে চারে লাৎসিও। এখনও তিন রাউন্ডের খেলা বাকি। তিন মাসের করোনাভাইরাস বিরতির পর বাকি ১২ রাউন্ডের খেলা শেষ করতে ছয় সপ্তাহ সময় পায় সেরি আর দলগুলো। খেলতেও হচ্ছে বেশি তাপমাত্রায়।

পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ জিততে দেননি আকরাম !

ওয়াসিম আকরামের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ সাবেক সতীর্থ আমির সোহেলের। তাঁর অভিযোগ, ১৯৯২ বিশ্বকাপের পর ২০০৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান যেন বিশ্বকাপ না জেতে, তা নিশ্চিত করেছেন আকরামনব্বইয়ের দশকে দুজনেই ছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বড় তারকা। ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পরে পাকিস্তানের অধিনায়কও হয়েছেন দুজন। এক সঙ্গে খেলেছেন দীর্ঘ দিন। কিন্তু আজ এত বছর পর ওয়াসিম আকরামের বিরুদ্ধে আমির সোহেলের অভিযোগটা চমকে দিতে পারে যেকোনো ক্রিকেটপ্রেমীকেই। সাবেক ওপেনার সোহেল বলেছেন, ১৯৯২ বিশ্বকাপের পর একমাত্র আকরামের কারণেই বিশ্বকাপ জিততে পারেনি পাকিস্তান। পাকিস্তান ক্রিকেটে এই বাঁ হাতি ফাস্ট বোলারের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে, ৯২ এর পর প্রতিটি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ব্যর্থতা নিশ্চিত করা।
একটা সময় সাঈদ আনোয়ারের সঙ্গে আমির সোহেলের ওপেনিং জুটি সমীহ জাগিয়েছিল ক্রিকেট দুনিয়ায়। দুই বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান ইনিংসের শুরু থেকেই হন্তারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন প্রতিপক্ষের জন্য। সাবেক এই ব্যাটসম্যান মনে করেন, ১৯৯২ বিশ্বকাপ জয়ের পর ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রতিটি বিশ্বকাপেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ ছিল পাকিস্তানের জন্য। সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্টই। কিন্তু পাকিস্তান তা জিততে পারেনি। এজন্য তিনি আকরামকেই দায়ী করেন, ”দেখুন পাকিস্তান ক্রিকেটে ওয়াসিম আকরামের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ১৯৯২ সালের পর বিশ্বকাপ না জেতাটা নিশ্চিত করা। প্রতিটি বিশ্বকাপের আগেই মোটামুটি সফল একজন অধিনায়ককে বদলে আকরামকে অধিনায়ক করা হয়েছে।
এ ব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত নিরপক্ষেভাবে।”
নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সোহেল বলেন, ”দেখবেন প্রতিটি বিশ্বকাপের আগেই কোনো না কোনোভাবে ওয়াসিম আকরামকে অধিনায়ক করা হয়েছে। বিরানব্বইয়ের বিশ্বকাপের এক বছর পর রমিজ রাজা অধিনায়ক হয়েছিলেন। এরপর সেলিম মালিক।
কিন্তু কোনো কারণে তারা সাফল্য পেলেও ১৯৯৬ বিশ্বকাপে ওয়াসিম আকরামকে অধিনায়ক করা হয়েছে। সেবার সে একটু সিরিয়াস হলে আমরা বিশ্বকাপ জিততাম। আমার মনে হয় বিশ্বকাপের আগে দিয়ে নির্দিষ্ট কারণেই নাটক করে অধিনায়ক বদল করা হয়েছে। এটা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।”
পাকিস্তানের হয়ে ৪৭ টেস্ট ও ১৫৬ ওয়ানডে খেলা এই ব্যাটসম্যান অবশ্য এর বেশি কিছু বলতে চাননি।
১৯৯৬ বিশ্বকাপে সোহেল আকরামের ডেপুটি ছিলেন। বেঙ্গালুরুতে কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আকরাম চোটে পড়লে সোহেলই সেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
সেদিন ভারতীয় পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পরের বলে নিজের উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছিলেন সোহেল।
১৯৯৯ বিশ্বকাপে আকরামের নেতৃত্বে পাকিস্তান রানার্সআপ হয়েছিল। ফাইনালে তারা হেরেছিল স্টিভ ওয়াহ, শেন ওয়ার্ন, রিকি পন্টিং, গিলক্রিস্ট, ম্যাকগ্রাদের অস্ট্রেলিয়ার কাছে। ২০০৩ বিশ্বকাপে আকরাম খেললেও পাকিস্তানের অধিনায়ক ছিলেন ওয়াকার ইউনিস।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড
আগরতলা ডেয়ারী ঃ ইন্দ্রনগর
জি.এম.ইড/একাউন্টস/২০২০ তারিখ ঃ ২৮/০৯/২০২০
-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-
গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের সমস্ত সভ্য সমিতি, দেনাদার, পাওনাদার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে ২০১৯-২০২০ ইং বছরের মিল্ক ইউনিয়নের হিসাব পত্র পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে।
উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, আগামী ০১.১০.২০২০ এবং ০৩.১০.২০২০ ইং তারিখ সকাল ১১ টা হতে বিকাল ৩ টার মধ্যে মিল্ক ইউনিয়নের অফিসে উপস্থিত হয়ে ইউনিয়নের নিরীক্ষকের নিকট দাখিলকৃত হিসাবের সাথে নিজস্ব হিসাব মিলিয়ে নেন। অন্যথায় মিল্ক ইউনিয়নের দেয়া হিসাবপত্র চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
ICA/D-573/2020-21 ম্যানেজিং ডিরেক্টর

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বাবরি-রায় এবং হাথরস নিয়ে কড়া সমালোচনা মহম্মদ সেলিমের

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাবরি মসজিদ নিয়ে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের রায় বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করলেন সিপিএম-এর অন্যতম শীর্ষ নেতা মহম্মদ সেলিম।

বুধবার তিনি কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় হামলাকারীদের উল্লাস আমরা দেখেছি। জাতীয়, আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে সে সবের প্রমাণ আছে। তুমি যদি ধর্মীয় গুরুকে প্রশ্ন করো, তবে তুমি হবে নাস্তিক বা কাফের। অভিযুক্তদের নিষ্কৃতি দেওয়ায় বিশ্বের সামনে ভারতকে আধুনিক দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

সেলিম বলেন, সংবিধানের ওপর মানুষের যে আশা-ভরসা তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিচার ব্যবস্থা-ন্যায়ালয়ের ওপর বিশ্বাসের ভিত ক্রমেই নড়ে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, তুমি যদি ক্ষমতাশালী হও, তুমি ছাড় পেয়ে যাবে। শাস্তি হবে গরিব, সমাজের দুর্বল লোকেদের। গত ৮ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট জমি-বিষয়ে বলেছিল এটা ঘোরতর অন্যায় হয়েছে। ফৌজদারি অপরাধ। আর নিম্ন আদালত বলছে, কোনও অপরাধ হয়নি।

এই ব্যাপারে পরে আইনি কোনও ব্যবস্থার অবকাশ আছে কিনা, জানতে চাইলে সেলিম বলেন, এজেন্সি চাইলে আপিল করতে পারে। চাইলে না-ও করতে পারে। এখানে দেখব ওদের সদিচ্ছা আদৌ আছে কি না। আসব ব্যাপারটা কী? ধর্মের নামে উন্মাদনা সৃষ্টি? জাতের নামে বজ্জাতি? সেদিন করসেবকরা যে ভূমিকা নিয়েছিল, তার প্রতিবাদ উঠেছিল বিভিন্ন মহলে। জ্যোতি বসু বলেছিলেন, ওরা বর্বরের দল।

সেলিম বলেন, মামলাটা ছিল রাষ্ট্র বনাম অভিযুক্ত। অন্যায় করে বলপূর্বক কীভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তা দেখা গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও সেটা হয়েছিল। প্রতিবাদ করলে কেন্দ্রের শাসক দল অভিযোগ করছে, বিরোধীরা সহযোগিতা করছেন না। পদে পদে বাধা সৃষ্টি করছে। দিল্লিতে দাঙা হল। মূল অভিযুক্তদের না ধরে উল্টে জামিয়া মিলিয়া, এনইউজে-র পড়ুয়াদের মেরেছে। যোগেন্দ্র যাদব, বৃন্দা কারাতদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশে দলিত কিশোরীকে ধর্ষণের পর তার মৃত্যু প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, যা ঘটল, পুলিশ-প্রশাসন ধর্ষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। অপরাধী কোন ধর্মের লোক? উচ্চবর্ণের, না নিম্নবর্ণের? আমরা এগুলো বিশ্বাস করি না। এ অবস্থায় নারী সুরক্ষিত থাকবে না। নারী অত্যাচারিত হবে।

চাকুরীর দাবীতে অধিকর্তাকে ডেপুটেশন টেট উত্তীর্ণদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। টেট উত্তীর্ণ বেকারদের অবিলম্বে চাকুরীতে নিয়োগের জোরালো দাবি উঠেছে। টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের চাকুরীতে নিয়োগের দাবিতে বুধবার অফিস ট্রেনে শিক্ষাভবনে শিক্ষা অধিকর্তা কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।তাদেরকে অবিলম্বে চাকুরীতে নিযুক্ত করা না হলে তারা আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।উল্লেখ্য রাজ্যে শিক্ষকের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও ক্যাটরিনা বেশ কিছু সংখ্যক বেকারকে এখনো শিক্ষক পদে নিযুক্ত করা হয়নি। তাতে ক্ষোভে ফুসছে

উত্তীর্ণ বেকাররা।তারা আজ শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করে।ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান শেষে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বুধবার আগরতলায় ফিট ইন্ডিয়ার অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা। ছবি-নিজস্ব।

নায্যমূল্যের দোকানে অনিয়মের অভিযোগ, কাঠগড়ায় ডিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ৩০ থেকে ৩৫ জন রেশন ভোক্তাদের সরকারি ন্যায্য মূল্যে পাওয়া সা-সামগ্রী আত্মসাৎ এর অভিযোগ ন্যায্য মূল্যের ডিলারের বিরুদ্ধে। ন্যায্য মূল্যের দোকানের সামনে রেশন ভোক্তদের প্রতিবাদ।অবশেষে গ্রাহকদের চাপে পড়ে রেশন সামগ্রী ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ডিলারের।ঘটনা ইচাইলালছাড়া ২ নং ন্যায্য মূল্যের দোকানে।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,উত্তর জেলার কালাছড়া ব্লকাধীন ইচাইলালছাড়া ২ নং ন্যায্য মূল্যের দোকানটি দীর্ঘদিন যাবত ইচাইলালছাড়া কৃষি সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে আসছিলো। কিন্তু বিগত তিন মাস যাবত ইচাইলালছাড়া কৃষি সমবায় সমিতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়াতে বর্তমানে তৎকালীন ন্যায্য মূল্যের দোকানের ম্যানেজার সুনীল নাথের আওতায় রয়েছে ইচাইলালছাড়া দুই নম্বর ন্যায্য মূল্যের দোকানটি।বিগত তিন মাস থেকে উনি ইছাই লালছড়া ২ নং নায্যমূল্যের দোকানটি পরিচালনা করে আসছেন এবং বিভিন্ন সামগ্রী আত্মসাৎও করছেন এমনটাই অভিযোগ রেশন ভোক্তাদের। ন্যায্য মূল্যের দোকানের স্থানীয় ভোক্তাদের অভিযোগ,রেশন ডিলার সুনীল নাথ ইচাইলালছাড়া ২ নং ন্যায্য মূল্যের দোকানের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে ব্যাপক দুর্নীতি করে আসছেন। স্থানীয়রা জানান,ইচাইলালছাড়া ২ নং ন্যায্য মূল্যের দোকানে প্রায় ৫০০ জন রেশন ভোক্তা রয়েছেন।অধিকাংশ সময়ে রেশন ভোক্তারা উনাদের রেশন সামগ্রী নেওয়ার জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকানে আসলে রেশন মালিক সুনীল নাথ ভোক্তাদের ঘুরিয়ে দিয়ে অযথা হয়রানি করছে বলে ভোক্তাদের অভিযোগ।কোন কোন সময় সার্ভার ডাউন বলে ভোক্তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে তাদের রেশন সামগ্রী আত্মসাৎ করেছেন বলে এমনটা দীর্ঘদিন থেকে অভিযোগ ছিল। কিন্তু ২৯ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ গতকাল ইচ্ছাই লালছড়া ২ নং ন্যায্য মূল্যের দোকানের ভোক্তারা উনাদের রেশন সামগ্রী তুলার জন্য নায্য মুলের দোকানে যান। কিন্তু ৩০ থেকে ৩৫ জন ভোক্তারা রেশন সামগ্রী পাননি। রেশন ডিলারের বক্তব্য,রেশন সামগ্রী শেষ হয়ে গিয়েছে। রেশন ডিলারের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে নেমে পড়েন রেশন সামগ্রী নিতে আসা ভোক্তারা।উনারা উনাদের ন্যায্য রেশন সামগ্রী পাওয়ার জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকানের সামনে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। অবশেষে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে রেশন ডিলার উপস্থিত তাদের আশ্বস্ত করেন,যেসকল ভোক্তারা রেশন সামগ্রী পাননি তাদেরকে আজ রেশন সামগ্রী প্রদান করবেন।এবং উনার পকেটের টাকা খরচ করে তাদের রেশন সামগ্রী দেবেন বলেও আশ্বস্ত করেন। আর তাতে রেশন ভোক্তারা চটে লাল হয়ে পড়েন। রেশন ভোক্তাদের দাবি, উনারাতো সেপ্টেম্বর মাসে কোন রেশন সামগ্রী নেননি।তাহলে রাজ্য সরকার যে রেশন সামগ্রী ফুড মারফত প্রেরণ করলেন সেই রেশন সামগ্রী কোথায় গেল। এমনকি সেপ্টেম্বর মাসও শেষ হয়নি সুতরাং উনাদের রেশন সামগ্রী ন্যায্য মূল্যের দোকানে মজুদ থাকার কথা।তবে স্থানীয়দের পূর্বের অভিযোগগুলি যে চির সত্য তা রেশন ডিলারের বক্তব্যে বেরিয়ে পড়ে। কিছু কিছু ভোক্তারা অভিযোগ করে বলেন, বাম জমানায় বাম মার্গীয় নেতারা গরিব মানুষদের রেশন সামগ্রী সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আর গরিব মানুষদের টুপি পরিয়ে,নানাভাবে অজুহাত দেখিয়ে তাদের ন্যায্য রেশন সামগ্রী দীর্ঘদিন যাবত বাঁকা পথে আত্মসাৎ করে আসছিলেন।সুতরাং সেই সকল বাম মার্গীয় দুর্নীতিবাজ রেশন ডিলারদের দিকে একটু নজর রাখুক সংশ্লিষ্ট দপ্তর। নতুবা সাধারন জনগনের রেশন সামগ্রী জনগণের কাছে না পৌঁছে বাঁকা পথে ওইসব দুর্নীতিবাজ রেশন ডিলার আত্মসাৎ করে আসবে।এখন দেখার বিষয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর ওই রেশন ডিলার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে?

পূর্ব চানমারিতে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার পূর্ব চাঁদমারি থেকে একটি বাইক চুরি হয়েছে। বাইকের মালিকের নাম অসীম ঘোষ। সে বন্ধন ব্যাংকের কর্মী। ব্যাংকের কাছে এই বাইকটি দেখে সে কাজ করছিল। বিকেল তিনটে ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত বাইকটি সেখা বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত বাইকটি সেখানেই ছিল।সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অফিস থেকে বের হয়ে বন্ধন ব্যাংকের কর্মী অসীম ঘোষ দেখতে পায় সেখানে তার ব্যক্তি নেই। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জিবি আউটপোস্ট এর পুলিশকে জানানো হয়।খবর পেয়ে জিবি আউটপোস্ট এর পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। তবে চুরি যাওয়া বাইক টি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।রাজধানী আগরতলা শহর এলাকা থেকে বাইক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে পূর্ব চাঁদমারি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় বাইক চোর চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত বেশ কিছুদিন ধরেই এই চক্রটি শহরের বিভিন্ন স্থানে বাইক চুরি করে চলেছে।পুলিশ সক্রিয় রয়েছে বলে দাবি করলেও বা অসুরদের টিকির নাগাল পাচ্ছে না পুলিশ।পরপর এসব চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ক্রমশই কমছে।রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বারবার দাবি উঠছে। কিন্তু তারপরও পুলিশি ব্যবস্থা নড়বড়ে।

শান্তিরবাজারে নায্যমূল্যের দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ফের রাতের আধারে চুরি সংগঠিত করলো নিশিকুটম্বের দল। ঘটনার বিবরনে জানাযায় গতকাল ভোর রাত্রি আনুমানিক ৩ ঘটিকায় শান্তিরবাজার ব্লক হেডকোয়াটার সংলগ্ন একটি সরকারি নায্যমূল্যের দোকানে চুরি সংগঠিত করলো নিশিকুটম্বের দল। এই চুরি সম্পর্কে সরকারি নায্যমূল্যের দোকানে ডিলার সপন মজুমদার জানান গতকাল ভোর রাত্র আনুমানিক ৩ ঘটিকায় উনার পাশ্ববর্তী এক দোকানের মালিক খবরদেন উনার রেশনসোপে দরজা খোলা রয়েছে। এই খবরশুনে রেশন ডিলার দ্রুত ছুটে আসে। তিনি জানান এই চুরি কান্ডে রেশনের ৪ বস্তা চাউল যার মধ্যে ২০০ কেজি চাউল রয়েছে ও প্রায় ২৫ কেজি চিনি চুরি করেনিয়েছে নিশিকুটম্বের দল। অপরদিকে উনার পাশ্ববর্তী দোকানদার বিষ্ণু দাস জানান নিশিকুটম্বের দল উনার দোকানের তালা ভেঙ্গেছিলো কিন্তু লোকজনের উপস্থিতির টেরপেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় নিশিকুটম্বের দল। জানাযায় ভোর বেলা নিমন্ত্রন থেকে শান্তির বাজারের কিছু লোক বাড়ির উদ্দ্যেশ্যে রওনা হয়। তখন উনারা ব্লক সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে উনারা দেখতে পান একটি মারুতি ভেন ব্লকের পাশে দারিয়ে রয়েছে। সেখানে কিছু লোককেও দেখতেপায়। কিন্তু নিশিকুটম্বে দল লোকজনের উপস্থিতির টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েযায়। স্থানীয় লোকজনেরা নিশিকুটম্বদের পিছু ধাওয়া করেও আটক করতে পারেনি বলে জানাযায়। অবশেষে আজ দুপুরে এই চুরি কান্ডের সমস্ত ঘটনার বিবরন দিয়ে শান্তির বাজার থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করাহয়। এই নিয়ে শান্তির বাজার থানা কেইস নং ৫৭/২০২০ ও ৪৫৭ / ৩৮০ আই পি সি ধারায় এক মামলা হাতে নিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় পুলিশ নিশিকুটম্বদের আটক করতে কতটুকু সক্ষমহয়।

বিপজ্জনক অবস্থায় বিদ্যুতের খুঁটি, ছয় মাস যাবৎ বাড়ি ছাড়া কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর।। বৈদ্যুতিক খুঁটির ভয়ে বাড়ি ছাড়া পুলিশ কর্মী। ঘটনা গন্ডাছড়া মহকুমার হরিপুর ব্লক টিলা। জানা যায় ত্রিপুরা পুলিশে কর্মরত সুভাষ বিশ্বাস দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ বাড়ি ছাড়া। কারন ওনার বসত ঘর লাগোয়া দু'টি বৈদ্যুতিক কুটি বিপদ জনক অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। একটি খুঁটির নিচ থেকে মাটি সরে আছে অন্যটির গুড়ায় জং ধরেছে। এমত অবস্থায় যেকোন সময় ওনার ঘরের উপর বৈদ্যুতিক কুটি গুলি ভেঙ্গে পড়তে পারে, এমনকি প্রানহানী পর্যন্ত ঘটতে পারে। কুটি গুলো মেরামত বা অন্যত্র সড়িয়ে দেওয়ার জন্য সুভাষ বাবু বেশ কয়েকবার গন্ডাছড়া বিদ্যুৎ দপ্তরের সিনিয়র ম্যানেজারকে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পরবর্তী সময়ে তিনি গন্ডাছড়া থানা এবং গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকেও লিখিত ভাবে বিষয়টি জানান। এরপরও কোন এক অজানা কারনে কোন সুরাহা হচ্ছে না। এই দিকে সুভাষ বাবু বিপদ জনক কুটির ভয়ে ওনার পরিবার নিয়ে গত ছয় মাস যাবৎ বাড়ি ছাড়ে অন্যত্র ভাড়া থাকছেন। সুভাষ বাবু আরো জানান তিনি একজন অসুস্থ রোগি। গত কয়েক বছর আগে বহিঃ রাজ্যে গিয়ে তার অপরেশন হয়। এমত অবসায় অসহায় পুলিশ কর্মী সুভাষ বিশ্বাস ভাড়া বাড়ি থেকে ডিউটি করতে গিয়ে দারুন একটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে সুভাষ বাবু সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে শেষ বারের মত প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করছেন।

উদয়পুরে সোলার লাইট বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ নিউ এন্ড রিনোয়েবেল এনার্জি মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে সোলার ল্যাম্প প্রদান করার অঙ্গ হিসেবে আজ উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে উদয়পুর মহকুমা অন্তর্গত সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/টিচার ইনচার্জদের হাতে সোলার ল্যাম্প বিতরণ করা হয়। উদয়পুর মহকুমা অন্তর্গত মাতাবাড়ি ব্লক, তেপানিয়া ব্লক ও উদয়পুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলরের অন্তর্গত মোট ১৮২৫৪ জন শিক্ষার্থীর জন্য সোলার ল্যাম্প প্রদান করা হয়। এই সোলার ল্যাম্পের বাজার দাম পাঁচশত টাকা হলেও শিক্ষার্থীদের কাজ থেকে নেওয়া হবে মাত্র দশ টাকা। এখানে উল্লেখ থাকে যে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের সকল সরকারী স্কুলের শিক্ষার্থীরা এই সোলার ল্যাম্পর সুযোগ পাবে। এই সোলার ল্যাম্প সরবরাহ করেন এইচ পি এল কোম্পানি। একবার সম্পূর্ণ চার্জ হলে এই সোলার ল্যাম্প পাঁচ ঘন্টা আলো বিতরন করবে। পাঁচ বৎসরের ওয়ারেন্টি পিড়িয়ড থাকছে। উদয়পুর মহকুমা অন্তর্গত মোট ২৪৪টি বিদ্যালয়ে (স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্গত বিদ্যালয় সহ) এ এই সোলার ল্যাম্প বিতরণ করা হয়। এই সোলার ল্যাম্প বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষা পরিদর্শক শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তী , ডেপুটি

ছয়ের পাতায় দেখুন

মনুবাজারে হামলায় আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মনুবাজার থানা এলাকার ব্লকের ব্লক এলাকায় দুর্বৃত্তদের হামলায় এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তির নাম আশু দত্ত। তিনি সিপিআইএমের সমর্থক বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। জানা গেছে তিনি বাড়িতেই ছিলেন।শাসক দলের আশ্রিত কিছু দুর্বৃত্ত তার বাড়িতে ঢুকে তাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। দুর্বৃত্তদের হামলায় তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। এব্যাপারে মনু বাজার থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন আক্রান্ত আশুদত্ত।সিপিএম সমর্থক কে বাড়ি ঘরে ঢুকে হামলা এবং জখম করার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধী দল সিপিআইএম। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একই কায়দায় শাসকদলীয় লোকজনরা এধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত করেছে বলে অভিযোগ।অবিলম্বে বিরোধীদের ওপর হামলা হুজ্জোতি বন্ধ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ধর্মনগরে দুর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে দুটি বাইকের সংঘর্ষে দুইজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন নকুল দাস এবং কিষান শব্দ কর। দুটি বাইকের সংঘর্ষের ফলে বিকট আওয়াজ হয়। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহত দুই বাইক আরোহী উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান।তাদের অবস্থা সঙ্কটজনক হয় সেখান থেকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন দুটি বাইকে দ্রুতবেগে চলছিল।

ছয়ের পাতায় দেখুন

শিবনগর কলেজ রোডের অবস্থা করুণ, সিপিএমের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। শিবনগর কলেজ রোডে সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। পুলিশ বিক্ষোভ মিছিলটি রুখে দেওয়ার চেষ্টা করে।সিপিআইএমের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করার ওপরও পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে। পুলিশের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবিতে পূর্ত দপ্তরের ৫ নং দিভিশন অফিসে ডেপুটেশন দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা আজ মিছিল করে যাচ্ছিলেন। মিছিল করে যাওয়ার সময় পুলিশ বিনা কারণে তাদের মিছিল আটকে দেয় বলে অভিযোগ করেছে সিপিআইএম। সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক অমল চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন, শাসক দলের নির্দেশে পুলিশ তাদের আন্দোলনে বাধা দিচ্ছে।এভাবে দমন-পীড়ন এবং আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করে বিরোধী দলকে কোনোভাবেই রোখা যাবে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।বিরোধীদল সিপিআইএম জনস্বার্থে বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।জনস্বার্থে এবং রাজ্যের জন্য বিরোধী কাজ করবেন বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে তিনি প্রত্যেক জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

৭৮-এ জীবনাবসান, প্রয়াত অস্ট্রেলিয়ান গায়িকা হেলেন রেড্ডি

লস এঞ্জেলেস, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রয়াত হলেন খ্যাতনামা অস্ট্রেলিয়ান গায়িকা হেলেন রেড্ডি। লস এঞ্জেলেসে ৭৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। বুধবার গায়িকার সন্তানরা বিবৃতি মারফত জানিয়েছেন, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ২৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে আমাদের মা হেলেন রেড্ডি লস এঞ্জেলেসে প্রয়াত হয়েছেন।... তিনি একজন শক্তিশালী মহিলা ছিলেন।"

১৯৪১ সালের ২৫ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গায়িকা হেলেন রেড্ডি। পরবর্তীকালে আমেরিকায় চলে আসেন তিনি। লস এঞ্জেলেসে বসবাস করতেন হেলেন, ২০১৫ সালে ডিমেনসিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। গায়িকা হেলেনের ঝুলিতে রয়েছে অসংখ্য কালজয়ী গান।

সৎকারের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হল, এটা অন্যায় : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের হাথরাসের গণ-ধর্ষিতা তরুণীকে রাতারাতি সৎকার করা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। অভিযোগ উঠছে, নির্যাতিতার পরিবারের বক্তব্য না শুনেই, রাতারাতি দাহ করা হয়েছে ওই তরুণীর দেহ। এ প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে বুধবার টুইটারে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, পরিবারের কাছ থেকে সৎকারের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হল, এটা অপমানজনক, অত্যন্ত অন্যায়। তরুণীর সৎকারের ভিডিও নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে আপলোড করে রাহুল গান্ধী বুধবার টুইটারে লিখেছেন, ভারতের একজন কন্যাকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ঘটল। এরপর তথ্য ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে। শেষে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে সৎকারের অধিকারও ছিনিয়ে নেওয়া হল। এটা অপমানজনক, অত্যন্ত অন্যায়।

নির্যাতিতার দেহ সৎকার প্রসঙ্গে হাথরাসের জেলাশাসক জানিয়েছেন, "পরিবারের সম্মতি ছাড়া সৎকার করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা ভুল। রাতে সৎকার করার জন্য তরুণীর বাবা ও ভাই সম্মতি দিয়েছিলেন। সৎকারের সময় পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। যেই গাড়িতে দেহ আনা হয়েছিল সেই

ছয়ের পাতায় দেখুন

পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবীতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর।। পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবিতে বুধবার জগবন্ধু পাড়ায় রাস্তা অবরোধ করে ক্যাম্প পাড়ার জনজাতিরা। এদিন সকাল সাতটায় গন্ডাছড়া-আমবাসা রাস্তার জগবন্ধু পাড়া বাজারে এলাকার মহিলারা কলসি নিয়ে রাস্তা অবরোধে বসে। এলাকাবাসীরা জানান গত দুই সাপ্তাহের বেশি সময় ধরে পাড়ার একমাত্র পানীয় জলের উৎস সাপ্লাইটি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। সাড়ায়ের কোন উদ্যোগ নেই দপ্তরের।যার ফলে বর্তমানে পাড়ার মধ্যে পানীয় জলের মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে। এছাড়া বিদ্যুতের সমস্যাও লেগে রয়েছে। এক দিন বিদ্যুত থাকলে দশ দিন থাকে না। আবার কোন কোন সময় দিনে এক ঘন্টার উপর বিদ্যুত থাকে না। আর এই সব সমস্যা সমাধানের জন্যেই এদিন সকাল থেকেই রাস্তা অবরোধ করে বসে এলাকার গিরিবাসী মহিলারা। এই দিকে রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনা সলে ছুটে যায় ঙ্গচছ এবং বিদ্যুত দপ্তরের আধিকারিকরা সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। আধিকারিক অবরোধকারিদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় আগামী এক দিনের মধ্যে পানীয় জল এবং বিদ্যুতের সমস্যা সমাধান করা হবে। এরপর সকাল এগারটা নাগাদ রাস্তা অবরোধ তুলে নেয়। এদিকে রাস্তা অবরোধের ফলে রাস্তার দু"দিকে অসংখ্য যানবাহন আটকিয়ে পড়ে এবং যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারন করে।

৬২-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৯৭,৪৯৭ : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬২-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ।

বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬২,২৫,৭৬৪-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,১৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮০,৪৭২ জন। স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতার সংখ্যাও, মোট আক্রান্তের ৮৩.৩৩ শতাংশ করোনা-রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৭,৪৯৭ জন এবং মোট সংক্রমিত ৬২,২৫,৭৬৪ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫১,৮৭,৮২৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৪১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৯৭,৪৯৭ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫,৭৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ১৬ জন, অসমে ৬৮০ জন, বিহারে ৮৯৪ জনের, চন্ডীগড়ে ১৫৮ জন, ছত্তিশগড়ে ৯১৬ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫,৩২০ জনের, গোয়া ৪১৯ জন, গুজরাটে ৩,৪৩৯ জনের, হরিয়ানায় ১,৩৫৬ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৮৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১,১৬৪, জনের, ঝাড়খণ্ডে ৭০০ জনের, কর্ণাটকে ৮,৭৭৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৭১৯ জন, লাদাখে ৫৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ২,২৮১ জন, মহারাষ্ট্রে ৩৬,১৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৬৫ জন, মেঘালয়ে ৪৭ জন, নাগাল্যান্ডে ১৭ জন, ওড়িশায় ৮২৮ জনের, পুদুচেরিতে ৫১৭ জন, পঞ্জাবে ৩,৩৫৯ জন, রাজস্থানে ১,৪৭১ জনের, সিকিমে ৩৫ জন, তামিলনাড়ুতে ৯,৪৫৩ জন, তেলেঙ্গানায় ১,১২৭ জন, ত্রিপুরায় ২৭৭ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫৯১ জন, উত্তর প্রদেশে ৫,৭১৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪,৮৯৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৫৭ শতাংশ রোগীর, সুস্থ হয়েছেন ৮৩.৩৩ শতাংশ রোগী এবং চিকিৎসাধীন ১৫.১১ শতাংশ রোগী।

২৪ ঘন্টায় ১০.৮৬ লক্ষ, ভারতে ৭.৪১ কোটির উর্ধে করোনা-টেস্ট

দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭.৪১ কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। তবে, ভারতে ফের অনেকটাই নিম্নমুখী দৈনিক করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০,৮৬,৬৮৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৯ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) পর্যন্ত দেশে ৭,৪১,৯৬,৭২৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) ভারতে ১০,৮৬,৬৮৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৭,৪১,৯৬,৭২৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০,৮৬,৬৮৮টি টেস্ট হলেও, এই সময়ে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৪৭২।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।